জঁা পল সার্ত্রে

রুদ্ধদ্বার কক্ষে

জাঁ-পল সার্ত্রে

রুদ্ধদ্বার কক্ষে

[হুই ক্লো]

স্টুয়ার্ড গিলবার্ট কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত

বাংলা অনুবাদ ঃ নুরুল ইসলাম খান

শুভ নববর্ষ - ১৩৯৩
শুভেচ্ছান্তেঃ ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৯২
ডিসেম্বর ১৯৮৫

বাএ
১৮৪৪

পাণ্ডুলিপি ঃ ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ ১৭/৮৫-৮৬

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
ইসলামিয়া প্রেস
৪/৫ খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া
(হাজীপাড়া) ঢাকা-১৭

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
তিরিশ টাকা

RUDDHADAR KAKSE : Bengali translation of Jean Paul Sartre's Play 'Huis-clos'. Translated by Nurul Islam Khan, pusblished by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh, first edition December, 1985. Price Tk. 30.00.

অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন ঃ ১৯৮৬

জঁা পল সার্ত্রে ও এই নাটক সম্পর্কে দুটি কথা

ফরাসী দার্শনিক, কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার জঁা পল সার্ত্রে বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের বুদ্ধিজীবী গগন তাঁর অমিতপ্রভা উজ্জ্বল রঙে আলোকিত করে রেখেছিলেন। অস্তিত্ববাদী দর্শনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবক্তা হিসেবে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবী সমাজে প্রবল আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর এই নিগূঢ় জীবনবোধ তাঁর প্রবন্ধাবলী, উপন্যাসমালা, ছোটগল্প ও বুদ্ধিপ্রধান নাটকগুলোতে ঝলসিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সমসাময়িককালের ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শুধুমাত্র প্রকাশভঙ্গি ও চিন্তাধারাতেই নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যবহারেও তিনি ছিলেন এক অনন্য যোদ্ধা।

১৯০৫ সালের ২১শে জুন প্যারিতে তাঁর জন্ম হয়। অতি শৈশবে তিনি পিতাকে হারিয়ে মাতামহের গৃহে লালিতপালিত হয়েছিলেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন কার্ল সিউজ্জা—যিনি চিকিৎসা মিশনারী আলবার্ট সিউজ্জারের পিতৃব্য ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন প্যারির সরবোনের জার্মান ভাষায় প্রফেসর। শৈশবের অনাদরে নিগৃহিত দিনগুলোতে বালক সার্ত্রে প্যারির লুক্সেমবুর্গ উদ্যানে খেলার সাথী জোগাড় করার জন্যে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতেন। তখন এই ছোটমত চেহারার ট্যারা বালকটি কতখানেই না ঘা খেয়ে ফিরে আসতো। পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনীর লে মো'তে (ইংরেজিতে দি ওয়ার্ডস নামে অনূদিত) এই সম্পর্কে তিনি এবং তাঁর মায়ের যাবতীয় এডভ্যাঞ্চারের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এতে দেখা যায় লুক্সেমবুর্গ উদ্যানে একের পর এক গ্রুপের কাছে ঠাঁই পাবার জন্যে তিনি ধর্ণা গিয়ে ফিরতেন, কিন্তু তারা তাঁদের গ্রহণ করেনি। ফলে দিনের শেষে তাঁদেরকে সাততলার ছোট্ট ফ্লাটে ফিরে আসতেই হতো। শৈশবের এই অনাদরের দিনগুলোতে বাইরের পৃথিবী থেকে পরিত্যক্ত হয়ে সেই স্বপ্নের জগতেই তাঁকে ফিরে আসতে হতো। আর এ নিয়ে

তিনি কতই না লিখেছেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্যে সাত্রে´ প্রথমে প্যারি লাইসিহেনফোরে পড়াশুনা করেন। এই পড়াশুনার সময় তাঁর মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে যায়। এই সময় লা রোচেলের লাইসিতে পড়াশুনা করতে যান। লাইসি সরকার পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়। লা রোচেলে পড়াশুনা শেষ করে তিনি বিখ্যাত একুল নরমাল সুপিরিয়র বিদ্যাপীঠে পড়াশুনা করে ১৯২৯ সালে সেখান থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রীলাভ করেন। সমস্ত প্রচলিত ব্যবস্থাকে তিনি চিরবিদ্রোহ ও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছেন। সাত্রে´ প্রথম থেকে প্রচলিত বিবাহ প্রথাকে বুর্জোয়া প্রথার একটি চিহ্ন বলে মনে করতেন।

তবুও দেখা যায় ছাত্র জীবনেই তৎকালীন অন্যতম মহিলা বুদ্ধিজীবী সাইমন ডি বুভিয়ারের সাথে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে এক সখ্য ও আজীবন বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে সাইমন ডি বুভিয়ার জীবনস্মৃতিমূলক গ্রন্থগুলোতে ছাত্রজীবন থেকে তাঁর মধ্যপঞ্চাশ বয়স পর্যন্ত সময়ের অন্তরঙ্গ বিবরণে এই সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। একুল নরমাল সুপিরিয়র ও সরবোনে থাকাকালীন যে সমস্ত ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গভাবে তিনি মিশেছিলেন তাঁরা ফরাসী সাহিত্যের বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ রেমন এরোন, মারলিউ-পন্থী সাইমন ওইল, এমালয়ন মোনিয়া জাঁ হি পোলা-ইট, এবং লোভ স্টোচ।

১৯৩১-৪৫ সালের মধ্যে সাত্রে´ লাউন এবং প্যারিতে স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর এই শিক্ষক-জীবন দুইবার বাধাপ্রাপ্ত হয়। একবার তিনি এক বছরের জন্যে বার্লিনে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি সৈনিক হিসাবে যোগদান করেছিলেন ১৯৩৯ সনে। ১৯৪০ সনে তিনি যুদ্ধবন্দী হিসেবে নীত হন এবং পরবর্তী বছরে তিনি ছাড়া পান। লে হেবারের শিক্ষক-জীবনে ১৯৩৮ সালে তাঁর লা নোসি উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাস প্রকাশের পরে ধীরে ধীরে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই উপন্যাসটি একটি ডায়েরী আকারে লিখিত হয়েছিল। এতে একজন নায়ক বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীর সাথে তার বিরোধ এবং ব্যবহারিক অনীহার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে

শুধু অন্য মানুষের দুনিয়ার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা প্রকাশিত হয়নি এমনকি নিজের শরীর সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতার কথাও ব্যক্ত হয়েছে। সমালোচকদের মতে এই উপন্যাসে জন্মগত বিতৃষ্ণা ও স্নায়বিক পলায়নীমনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে। অদ্ভুতভাবে মৌলিক এই গ্রন্থে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একটি সমাজ-বিরোধী কাহিনীর রূপ দিয়েছে। এই উপন্যাসেই সার্ত্রের পরবর্তীকালের অনেক দার্শনিকতত্ত্বের অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়। সাত্রে তাঁর উপন্যাসে সহজ-সরল-বর্ণনায় অতি চাতুর্যের সাথে তাঁর বিভিন্ন তাত্ত্বিক দর্শন উপস্থাপন করেছেন। এই সব গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে—*Imagination : A Psychological Critique-1936 ; Sketch for a theory of the emotions, & The Psychology of Imagintion.* ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত *Being and Nothingness* নামক দার্শনিক গ্রন্থে তিনি অপূর্ব দক্ষতার সাথে নিজের দর্শন উপস্থাপনা করেন। মানুষের সচেতনাকে তিনি অস্তিত্বের বিপরীতে স্থাপিত করেন। সচেতনতা অবস্থা এবং তা সমস্ত স্থিতীকরণ থেকে পলায়ন করে। এই বাণী আর যাই হোক আশাবাদের একটি প্রকাশ। কিন্তু মানুষের উদ্যম যে অর্থহীন এটাই গ্রন্থের এক চূড়ান্ত এবং করুণ উপলব্ধি।

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার পরে সার্ত্রে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি দেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি সর্বহারা ও ভীতিহীন ও দরিদ্রদের ব্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন ও উৎসুক ছিলেন। শিক্ষা-জীবনে তিনি বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি সমব্যথী হয়ে টাই পরিধান থেকে বিরত ছিলেন, যেন এতে করে এই সর্বহারা ও দরিদ্র সমাজের নিকটবর্তী হতে পারতেন তিনি। যে স্বাধীনতার কথা তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় নানাভাবে উপস্থাপন করেছিলেন সে স্বাধীনতা এইবার দরিদ্রশ্রেণীর উত্থানের জন্যে তাঁর হাতের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তিনি তাঁর *Existentialism & Humanism* গ্রন্থে এই নিয়ে লিখেছেন। এতে মানুষের মুক্তি আন্দোলনকে বুঝানো হয়েছে। সামাজিক দায়িত্ব রূপে। তাঁর নাটক ও উপন্যাসে এ দর্শন তিনি সারা পৃথিবীর নিকট তুলে ধরেন। ১৯৪৫ সালে তিনি তিন খন্ড নভেলে অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে তাঁর এই দর্শন কাহিনী আকারে লিপিবদ্ধ

করেন। এই তিনটি উপন্যাসের নাম ঃ *The Age of Reason, The Reprievel & Iron in the soul* তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশের পরে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের উপকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তিনি নাটকের দিকে মোড় নেন। তিনি বলেছেন যে নাটকে মানুষ যেভাবে তাঁর একশান দেখাতে পারেন তাতেই নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত করা যায়। যুদ্ধকালে তিনি একের পর এক নাটক লিখে চললেন। বেরিয়ে এলো—*The Fl ies, In Camera, The Crime passionel, Lucifer and the Lord . The Condemned of Altona.*

এই সমস্ত নাটক ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে। এই নাটকগুলোতে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির রুদ্র জিঘাংসা দেখানো হয়েছে তবুও এগুলো হতাশাসূচক। সার্ত্রে এতে মানুষের সংস্কার ও উদ্ধারের নীতিগত সম্ভাবনার কথাও ব্যক্ত করেছেন। এই সময়ের মধ্যে বোদলেয়ারের উপরে ও জাঁ জ্যানের উপরে রচিত *Saint Genet, Actor and Martyr* রচনা করেছেন। এই সময়ে তিনি সাইমন ডি বুভিয়ারের সাথে মাসিক *Modern Review* প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর বহু বিচিত্র প্রবন্ধাবলী এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হলে পরবর্তীকালে *Situations* নামে সঙ্কলিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সার্ত্রে ফরাসী রাজনীতিতে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বামপন্থী রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থার একজন প্রশংসাকারী প্রবক্তা হয়ে যান। ১৯৫৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, স্কান্দিনেভিয়া, আফ্রিকা, কিউবা পর্যটন করেন। সোভিয়েত ট্যাঙ্ক হাঙ্গেরী অভিযান করলে কমিউনিজম সম্পর্কে তাঁর স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ হয়। অতঃপর তিনি তাঁর পত্রিকায় ফরাসী কমিউনিস্টদের নিন্দা করে প্রবন্ধ লিখেন তার ফলেই মানসিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সার্ত্রিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের পত্তন করেন। এই সম্পর্কে তাঁর রচিত *The Problem of Method* ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বান্দ্বিক মার্কসিজমের তীব্র সমালোচনা করে তিনি এতে বলেন, সোভিয়েত

রাশিয়াতে প্রচলিত মার্কসবাদে বাস করা যায় না। এতে বিশেষ অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে না নিয়ে পূর্ব পরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত এক নীতিবাদের সঙ্গে অবস্থাকে খাপ খাওয়ানোর জন্যে চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন মার্কসবাদের মূলনীতি যাই হোক না কেন এই নীতিবাদের উচিত বাস্তব নীতিবাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া। তাঁর আত্মজীবনী 'দি ওয়ার্ডস'এর জন্যে তিনি ১৯৬৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান, কিন্তু বরাবরের মতো বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে এই পুরস্কার তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তভ ফ্লবেয়ারের জীবনী নিয়ে প্রথম দুই হাজার একশত ত্রিশ পৃষ্ঠার এই বিরাট বিশ্লেষণমূলক জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। এই রচনাতে তিনি কার্ল মার্কসের ইতিহাস ও শ্রেণীতত্ত্ব এবং সিগমণ্ড ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা ফ্লবেয়ারের জীবনী পর্যালোচনা করেন। সিগমণ্ড ফ্রয়েড তাঁর রচনায় মানুষের অন্তঃস্থলীর ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর বাল্য ও পারিবারিক জীবনের ইতিহাসের আলোকে।

সার্ত্রে তাঁর জীবনে অভিনবত্ব শুধু প্রবন্ধে আবদ্ধ রাখেননি, বিপ্লবকে উৎসাহিত করার জন্যে সরাসরি জনযুদ্ধেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ফ্লবেয়ার জীবনীর তৃতীয় খণ্ড ১৯৭২ সালে তিনি এমন তীব্রতা নিয়ে উপস্থাপনা করেন যা কেবলমাত্র বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদেরই প্রতিপাদ্য, যদিও তাঁর মানসিক সচেতনতা শেষ পর্যন্ত যথার্থই তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি বিভিন্ন ইন্টারভিউতে এবং ছবির জন্যে স্ক্রিপ্ট লিখে এই সময় কাটিয়ে ছিলেন। এরপর তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে এবং তিনি অন্ধ হয়ে যান। ১৯৮০ সালের ১৫ই এপ্রিল ফুসফুসের টিউমারে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এক বিশাল জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শামিল হয়। পঁচিশ হাজারের মতো। কেবলমাত্র ভিক্টর হিউগোর শবযাত্রাতেই এই ধরনের বিরাট শোকযাত্রা হয়েছিল।

হুই ক্লো একাঙ্কিকাতে তিনি চতুর ও তীব্র তীক্ষ্ণ ভাবে মানবমনের ঈর্ষা, হিংসা, ভালবাসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অস্তিত্ববাদের সোচ্চার কণ্ঠে, মরণের ওপারেও উপস্থাপন করেছেন। চাতুর্যময় উপস্থাপনার দিক থেকে এটি পৃথিবীর এতাবৎকাল সৃষ্ট একটি বিস্ময়কর নাটিকা।

ঢাকা, ১৬ই জুলাই, ১৯৮৫ ইং

নূরুল ইসলাম খান
নীহারিকা ভবন
পুরাতন হাতী সড়ক, রমনা, ঢাকা।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলের স্টাইলের একটি বৈঠকখানা। ম্যান্টেলপিসের উপরে অনেকগুলো ব্রোন্জের মূর্তি দাঁড় করানো রয়েছে।

গারসিন (ভ্যালেটের সাথে কামরায় ঢুকে চারদিকে তাকায়)

হুম, তা হলে আমরা শেষ পর্যন্ত এখানটায় এলাম।

ভ্যালেট হ্যাঁ, মিঃ গারসিন।

গারসিন তাহলে এই হলো এর চেহারা।

ভ্যালেট হ্যাঁ, তাইতো।

গারসিন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলের আসবাবপত্র বলে যেন মনে হচ্ছে। তবে, হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে সময়মত এর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারা যাবে।

ভ্যালেট হ্যাঁ, কেউ কেউ পারে, আবার কেউ কেউ পারেও না।

গারসিন অন্য সব রুমগুলো কি এটার মতই ?

ভ্যালেট তা কি করে হতে পারে ? আমরা সব ধরনের লোকের জন্যই ব্যবস্হা করে থাকি। যেমন চীনা ও ভারতীয়দের জন্য। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলের চেয়ার দিয়ে তারা কি করবে ?

গারসিন আর আমার জন্যই বা ওটার কি প্রয়োজন ? আমি কে ছিলাম তা কি তুমি জান ? হ্যাঁ, সেটা কোন বড় কিছু নয়। সত্য কথা বলতে কি, যে ধরনের আসবাবপত্র আমি পছন্দ করি না, আর যা দিয়ে কৃত্রিম বৈষয়িক অবস্থা বুঝাবে সে-সব আসবাবপত্র নিয়ে বাস করার অভ্যাস আমি বর্জন করতে চাই। লুই ফিলিপ্পির আমলের ডাইনিং রুমে বসার কৃত্রিম···স্টাইলটা তো তুমি বুঝতেই পার······সেটার অবশ্য একটা নিজস্বতা আছে ঠিকই, তবে তা নেহাৎ বোগাস।

ভ্যালেট তবে আপনি এটাও বুঝতে পারেন যে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের বৈঠকখানায় বাস করারও একটা নিজস্বতা আছে।

গারসিন সত্যি ? ···· হ্যাঁ, হ্যাঁ তা বলা যায় (সে আবার চারদিকে তাকায়) তা হলেও আমি এসব কিছু আশা করিনি। তুমিও তো জান এখানকার লোকেরা কি সব বলাবলি করে থাকে।

ভ্যালেট কি সম্পর্কে ?

গারসিন এই বাড়িটার সম্পর্কে (চারদিকে তৎপর দৃষ্টি বুলায়)

ভ্যালেট তাই নাকি স্যার ?
কি করে আপনি সে-সব আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করতে পারেন ? যারা এই বাড়ির ধারকাছ মাড়াতে পারেনি সে-সব লোকের বলা গল্প। তবে যদি তারা ··।

গারসিন বাস্তবিকই ! (দুজনেই হাসে)

(গারসিন হঠাৎ হাসি থামিয়ে দেয়)

তবে আমি বলি নির্যাতন করার সে-সব উপকরণগুলো কই ?

ভ্যালেট কি গুলো ?

গারসিন সে-সব র‍্যাক আর লাল তপ্ত শলাকা আর নানা ধরনের উপকরণগুলো।

ভ্যালেট আপনি বোধকরি নিজের স্টাইলে একটু তামাশা করছেন, স্যার।

গারসিন আমার নিজের স্টাইলে ? হ্যাঁ, তা বুঝেছি। না, আমি তামশা করছিলাম না। (সংক্ষিপ্ত নীরবতা, সে কামরার ভিতরে পায়চারী করে) কোন আয়না দেখছি না, জানালাও নেই। শুধু কিছু আশা করা ভাঙ্গার মতও কিছু নেই (ক্রোধে ফেটে পড়ে)। সব চুলোয় যাক, তারা কমপক্ষে আমার টুথ ব্রাশ তো রেখে যাবে।

ভ্যালেট সে তো ভালো কথা। তা হলে যাকে বলে আত্মসম্মান-বোধ আপনি তা এখনো ডিঙিয়ে যাননি। আমার হাসিকে ক্ষমা করুন।

গারসিন (একটি হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে সে ক্রোধের সাথে তা চাপড়ে) তোমাকে আর একটু বিনম্র হতে আমি বলবো। আমি কি অবস্থায় আছি তা বুঝি, কিন্তু তাহলেও এত দূর সহ্য করবো না…

ভ্যালেট সরি স্যার। আপনাকে দুঃখ দেয়ার জন্য বলিনি। ব্যাপারটা হলো আমাদের সব মেহমানরাই এই একই ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন। যদি কিছু মনে না করেন তা হলে বলি, প্রশ্নগুলো একটু অদ্ভুত ধরনের। নির্যাতন কক্ষটি কোথায়, সবাই ওই একই কথা প্রথমে জিজ্ঞাসা করে। অমি আপনাকে হলপ করে বলতে পারি, বাথরুমে কি কি প্রয়োজন সে-সব নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামান না। কিন্তু একটু পরেই তাদের স্নায়ু আগের মত অবস্থায় ফিরে এলে তারা টুথ-ব্রাশ ও অন্যান্য জিনিসের খোঁজ করেন। ইয়া আল্লাহ, মিঃ গারসিন, আপনি একটু মাথা খেলিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিন না। আমি যা আপনাকে বলবো তা আপনার দাঁত-মাজা সংক্রান্তই ?

গারসিন (অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে) -হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ (সে চারদিকে আবার তাকায়) কেনই বা একজন নিজের চেহারা আয়নাতে দেখতে চাইবে ?

কিন্তু ম্যান্টেলপিসের ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলোতো আর এক গল্প। মনে করি মাঝে মাঝে আমি ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকবো। তাকিয়ে দেখবো বলে, আমি কি বুঝাচ্ছি জান ? ঠিক আছে, চলো দু'জনে কথা খোলসা করি। আমি তোমাকে আশ্বস্ত করছি আমি আমার অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। আমার কেমন

মনে হচ্ছে বলবো ? একটা লোক তার চোখ দুটি পানিতে ভেসে থাকা পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। হাবুডুবু খাচ্ছে এবং ইঞ্চি ইঞ্চি করে তলিয়ে যাচ্ছে। আর সে কি দেখতে পাচ্ছে ? একটা ব্রোঞ্জের বীভৎসতা আর সেটা বানিয়েছে কে না? বারবেডিন। একজন সংগ্রাহকের সংগ্রহ। একটা বুকচাপা দুঃস্বপ্নের মতো। সেই না তাদের আইডিয়া, তাই না······। না আমি বুঝতে পারছি, তোমাকে আগেই বলে দেয়া হয়েছে, কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে। আমি অবশ্য উত্তর পাবার জন্য জেদ করবো না। তাই নয় কি ?

তবে ভুলো না হে বন্ধু, আমি খুব ভালো করেই জানি আমার জন্যে কি আসছে। সুতরাং আমাকে তুমি বেকায়দায় ধরে ফেলেছ, এমন কোন বড়াই করা তোমার ঠিক হবে না। পরিস্থিতি কি তা আমি মোকাবেলা করছি।

(সে আবার কামরার ভিতর পায়চারী করতে থাকে)

তা হলে ওই কথা, টুথব্রাশ নেই।

শোবার কোন বিছানাও নেই। তা হলে ধরে নেব কেউ এখানে ঘুমাতে পারবে না।

ভ্যালেট কথা সেটাই।

গারসিন যা ভেবেছিলাম। কেনই বা ঘুমাবে ? এক ধরনের ঝিমানি আছে, যা কানের পেছন দিয়ে তোমাকে সুড়সুড়ি দিতে থাকবে, মনে হবে চোখ বুঁজে আসছে কিন্তু ঘুমাতে হবে কেন ?

তুমি সোফাতে শুয়ে পড়বে এবং সাথে সাথে ঘুম পালিয়ে যাবে। মাইলের পর মাইল দূরে। তুমি তোমার চোখ মুছে ফেল। উঠে দাঁড়াও, আবার সবকিছু আগের মত শুরু হয়ে যাবে।

ভ্যালেট আপনি খুবই রোমান্টিক।

গারসিন তুমি একটু চুপ করবে কি।···আমি এখানে কোন তামাশার সৃষ্টি করতে চাই না। যাতে আমার নিজের জন্য দুঃখ করতে হয়। আমি বলেছি, পরিস্থিতির মোকাবেলা করবো। সরাসরি পরিস্থিতির মোকাবেলা করবো। পিছন দিক থেকে আমাকে কোনো পরিস্থিতি কাবু করে সেটা আমি চাই না। সময়মত এর চেহারাটা আমি বুঝে নেব। আর সেজন্যই তুমি আমাকে রোমান্টিক বলতে চাও···।

তাহলে ব্যাপার এই দাঁড়ালো, আমার কোন বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। যদি ঘুম না পায় তবে ঘুম সম্বন্ধে চিন্তা করে লাভ কি ? এটি যুক্তিযুক্ত কথা তাই না ? তবে দাঁড়াও, এর মধ্যে কোথায় একটা ঘাপলা আছে। বিরূপ ধরনের কোন কিছু। আর সেটা বিরূপই বা কেন হবে ?···হ্যাঁ আমি দেখছি, এ জীবনটাতে কোন বিরতি নেই।

ভ্যালেট এসব বলে আপনি কি বুঝাতে চান ?

গারসিন কি বুঝাতে চাই ? (ভ্যালেটের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে) আমি তেমনি ভেবেছিলাম। সেজন্যই এমন পাশব, অভদ্র দৃষ্টিতে তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ। এগুলো যেন অবশ করে দেয়।

ভ্যালেট আপনি কি সব বলছেন ?

গারসিন তোমার চোখের পাতাগুলো।

আমরা চোখের পাতা উঠানামা করে থাকি। যাকে বলে আঁখি পাল্টানো। এ যেন একটি কালো আবরণ, যা চট করে বন্ধ করা যায় এবং ফলে একটা বিরতি আসে। সবকিছু কালো হয়ে যায়। চোখ সজল হয়ে ওঠে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এটা কত বিশ্রামদায়ক ও কত সজীবতাদায়ক। এক এক ঘন্টায় চার হাজার ছোট্ট বিশ্রাম দেয়। চার হাজার

বিরতি, চিন্তা করো।···সেটাই হলো কথা। আমাকে চোখের পাতাহীন হয়ে বাঁচতে হবে। বোকার ভাণ করো না, তুমি জানো, আমি কি বুঝতে চাইছি। চোখের পাতাও নেই। ঘুমও নেই। একটার সাথে আরেকটার এই সম্পর্ক, তাই না? আমি আর ঘুমাবো না। কি তাহলে...তাহলে কি করে আমি আমার সঙ্গ সহ্য করবো? বুঝবার চেষ্টা করো। দেখো, আমার আবার একটা বদঅভ্যেস আছে, সেটা হলো নিজেকে নিজে বিরক্ত করা। নিজেকে রোগাক্রান্ত করা, যাকে আদপেই বলা যায়। তবে এটাও আমি বিরতিহীনভাবে একটানা করে যেতে পারি না। আগে আমি বেশ কিছু রাতে ঘুমিয়েছি। আমার রাতগুলো ভাল কেটেছে। ওটাই ছিল আমার জন্যে ক্ষতিপূরণ, তাই মনে করছি এখন। তাছাড়া ছিল সুখী সুন্দর ছোট্ট সব স্বপ্ন। ছিল একটা সবুজ মাঠ, একটি সচরাচর মাঠ। আমি সেখানে হেঁটে বেড়াতাম। এটা কি এখন দিনের বেলা?

ভ্যালেট দেখতে পাচ্ছেন না? আলোগুলোতো জলছে।

গারসিন ওহ, হ্যাঁ, আমি বুঝেছি। তোমার জন্যে দিনের বেলা। কিন্তু বাইরে কি?

ভ্যালেট বাইরে?

গারসিন চল। তুমি জান আমি কি বুঝাতে চাইছি।

ভ্যালেট দেওয়ালের বাইরে একটা রাস্তা আছে।

গারসিন আর সেই রাস্তার শেষে?

ভ্যালেট সেখানে আরও অনেক কামরা আছে, অনেক রাস্তা আর অনেক সিঁড়ি।

গারসিন সেগুলোর পরে কি?

ভ্যালেট ওইতো, ঐসবই।

গারসিন কিন্তু তোমারও তো মাঝে মাঝে ছুটির দিন মেলে, তখন তুমি কোথায় যাও ?

ভ্যালেট আমার চাচার ওখানে। সে এখানে প্রধান রুমবয়। চারতলায় তার একটি কামরা আছে।

গারসিন আমার ঐ রকম অনুমান করা উচিত ছিল। আচ্ছা, আলোর সুইচটা কোথায় ?

ভ্যালেট এখানে কোন সুইচ নেই।

গারসিন কি ? কেউ কি আলো নেভাতে পারে না ?

ভ্যালেট ওহ, এখানকার ব্যবস্থাপকরা ইচ্ছা করলে আলো বন্ধ করে দিতে পারে। তবে এই তলায় তারা কোন দিন আলো বন্ধ করেছে বলে আমার মনে পড়ে না। আমাদের যতটা বিদ্যুৎ প্রয়োজন ততটাই আমরা পাই।

গারসিন তাহলে এখানে সবসময়ই চোখ খোলা অবস্থায় বাস করতে হয়।

ভ্যালেট বাস করা, তাই বলছিলেন না ?

গারসিন শব্দের ব্যবহার নিয়ে তর্ক আমরা না হয় নাই করলাম। কথা হলো, চোখ খুলে রাখা, আর তা চিরদিনের মত। দিবালোকের পরিষ্কার আলো সবসময় চোখে অর্থাৎ মাথায় রাখা (সামান্য নীরবতা)। ধর, আমি যদি ম্যান্টেলপিসের ঐ ব্রোঞ্জের মূর্তিটা নিয়ে বাতির উপরে ফেলে দিই, তাহলে কি আলোটা নিবে যাবে না ?

ভ্যালেট আপনি ওটা সরাতে পারবেন না। ওটা অত্যন্ত ভারী।

গারসিন (ব্রোঞ্জের অলঙকারটি ধরে উঠানোর চেষ্টা করে) তুমি ঠিকই বলেছে, এটা অত্যন্ত ভারী (অল্প একটু নীরবতা বিরাজ করে)।

ভ্যালেট তাহলে ঠিক আছে স্যার, আমার যদি আর কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে আমি আসি।

গারসিন কি ? তুমি চলে যাচ্ছো ? (ভ্যালেট দরজা পর্যন্ত যায়) দাঁড়াও (ভ্যালেট ফিরে তাকায়) ওটা একটা ঘন্টা, তাই না ? (বয় মাথা নাড়ে) ওটা যদি আমি বাজাই তাহলে তুমি অবশ্যই আসবে, তাই না ?

ভ্যালেট হ্যাঁ, তা অবশ্য ঐ রকমই। তবে কিনা ঘন্টা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না। কেননা ওটার তারে কিছুটা গোলমাল আছে, সেজন্য ওটা সবসময় কাজ করে না (গারসিন ঘন্টাটার সুইচের কাছে গিয়ে সুইচ টিপে। বাইরে একটা ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়)।

গারসিন এইতো এটা কাজ করছে।

ভ্যালেট (বিস্মিত হয়ে) তাহলে তাই। (সে-ও ঘন্টাটার বোতাম টিপে) কিন্তু আমি যদি আপনি হতাম তাহলে এটার উপর আমি খুব একটা ভরসা করতাম না। এটার কোন স্থিরতা নেই, এটা খামখেয়ালে চলে। হ্যাঁ, আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। (গারসিন তাকে থামানোর ভঙ্গী করে) কিছু বলবেন স্যার ?

গারসিন না, কিছু মনে কর না (সে ম্যান্টেলপিসের নিকট গিয়ে একটা কাগজকাটা ছুরি তুলে নেয়) এটা কি ?

ভ্যালেট কেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ? এটি একটি কাগজ কাটার ছুরি।

গারসিন এখানে কোন বই আছে ?

ভ্যালেট না।

গারসিন তাহলে ওটার প্রয়োজন কি ? (ভ্যালেট কাঁধ ঝাঁকায়) আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি যেতে পার। (ভ্যালেট বেরিয়ে যায়) (গারসিন একাকী হয়ে পড়ে। সে ব্রোঞ্জের অলঙ্কারটির কাছে যায় এবং বিস্মৃতভাবে ওটাকে আঙ্গুল দিয়ে ঠুকতে থাকে। সে বসে, তারপর উঠে দাড়ায়, ঘন্টা বাজাবার বোতামটার কাছে যায়

এবং বোতাম টিপে ধরে। ঘন্টা বাজে না, সে দুই তিন বার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয় না। এরপর সে দরজা খোলার চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য হয় না। সে কয়েকবার ভ্যালেটকে ডাকে কিন্তু কোন ফল হয় না। সে তার মুষ্ঠি দিয়ে দরজায় আঘাত করে ডাকতে থাকে। হঠাৎ সে শান্ত হয়ে যায় এবং আবার বসে পড়ে। এসময় দরজা খুলে যায় এবং ইনেজ প্রবেশ করে তার পিছনে ভ্যালেটও প্রবেশ করে)

ভ্যালেট আপনি কি ডেকেছিলেন, স্যার ?

গারসিন (প্রায় হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ইনেজের উপর তার চোখ পড়ে)···না।

ভ্যালেট (ইনেজের দিকে ফিরে)

ম্যাডাম, তাহলে এই আপনার কামরা (ইনেজ কিছু বলে না)

আপনার আর কিছু জানার থাকে···? (ইনেজ তবুও

চুপ করে থাকে।

ভ্যালেট সামান্য একটু ক্ষুণ্ণ হয়)

অধিকাংশ মেহমান আমাকে অনেক প্রশ্ন করে থাকেন। তাই বলে আমি পীড়াপীড়ি করবো না। যা হোক টুথব্রাশ আর ইলেকট্রিক বেল আর ঐ ম্যান্টেলপিসের উপরের যে জিনিসটি দেখছেন সেই সম্পর্কে আমি যতটুকু বলতে পারব, এই ভদ্রলোকও ততটুকু বলতে পারবেন। আমাদের দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে একটু আলোচনা হয়েছে।

(ভ্যালেট চলে যায়)

(গারসিন ইনেজের দিকে আর তাকায় না, ইনেজ কামরাটা পর্যবেক্ষণ করছিল. হঠাৎ গারসিনের দিকে ফিরে)

ইনেজ ফ্লোরেন্স কোথায়? (গারসিন উত্তর দেয় না) আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না? আমি আপনাকে ফ্লোরেন্স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। সে কোথায়?

গারসিন আমি তো সে সম্বন্ধে কিছু জানি না।

ইনেজ এহ্। তাহলে এভাবেই চলছে। বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিপীড়ন। এসব করে আমাকে দিয়ে আপনি কোন ফায়দা পাবেন না। ফ্লোরেন্স ছিল একটা ক্লান্তিকর বোকা মেয়ে, তাকে না হলেও আমার চলবে।

গারসিন ক্ষমা করবেন। আমি কে বলে আপনার ধারণা?

ইনেজ আপনি? কেন, আপনি নিশ্চয়ই এখানকার নিপীড়নকারী।

গারসিন (সে চমকে যায়, পরে হাসিতে ফেটে পড়ে) সে তো বেশ কথা। কথায় এর চাইতে ভাল কমিক আর হতে পারে না। আমি হলাম গিয়ে নিপীড়নকারী। আপনি এলেন, আমার দিকে তাকালেন এবং ভাবলেন আমি এখানকার একজন কর্মচারী!

হ্যাঁ, এটা অবশ্যই ঐ হাবা লোকটার দোষ। তার উচিত ছিল আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। নিপীড়নকারী বটে! আমি জোসেফ গারসিন, সাংবাদিক এবং বিদ্বান লোক। আর আমরা দু'জন যখন একই নৌকার যাত্রী, আপনি মিসেস, আমি কি আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি?

ইনেজ (পরীক্ষা করার সুরে) আমি মিসেস নই, অবিবাহিতা।

গারসিন ঠিক। তাহলে এই শুরু হলো। তা যাক এখন যখন আমরা কথা বলতে শুরু করেছি তাহলে বলুন আমাকে কি সত্যি একজন নিপীড়নকারীর মতো দেখায়? তারপর বলুন একজন নিপীড়নকারী দেখলে কি করে লোকে তা জানতে পারে? স্বতঃই বুঝা যাচ্ছে এই বিষয়ে আপনার কিছু ধারণা আছে।

ইনেজ তাদের দেখলে মনে হয় তারা ভয় পেয়েছে।

গারসিন ভয় পেয়েছে! কি হাস্যকর কথা। কার ভয়ে তারা ভীত হতে পারে? তাদের যারা শিকার তাদের ভয়ে?

ইনেজ হাসো, হাসো। কিন্তু আমি জানি কি বলেছি। আমার নিজের চেহারা অনেকবার আমি আয়নাতে দেখেছি।

গারসিন আয়নাতে? (সে নিজের চারদিকে তাকায়) তারা কত না পশুর মতো।

এই কামরার ভিতরে আয়নার মত হতে পারে তেমন সব জিনিসকে তারা সরিয়ে ফেলেছে (সামান্য নীরবতা) সে যা হোক, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে আমি ভীত নই। আমি কিন্তু আমার বিষয়টি হালকা ভাবে নিচ্ছিলাম। আমি এ অবস্থার কথা বেশ গুরুত্ব সহকারে বুঝাতে পারছি। কিন্তু আমি ভীত নই।

ইনেজ (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) সেটি আপনার নিজস্ব ব্যাপার। আপনার কি সব সময় এখানে থাকতে হবে, অথবা যখন তখন বাইরেও একটু হেঁটে বেড়াতে পারবেন?

গারসিন দরজা কিন্তু তালাবন্ধ।

ইনেজ অঃ ...

তাহলে তো ব্যাপার খুব খারাপ।

গারসিন আমি একটা ভালো কথা বুঝতে পারছি যে এখানে আমি সঙ্গে থাকলে আপনার খুবই খারাপ লাগবে। আর তা ছাড়া আমার নিজের দিক থেকেও সত্যি-সত্যি বলতে গেলে কি, আমি নিজেও একটু একলা থাকতে পছন্দ করি। আমি নিজের বিষয়গুলো একটু চিন্তা করে নিতে চাই? জীবনটাকে একটু গুছিয়ে নিতে হলে সে কাজটা একলাই একটু ভালোভাবে করা যায়। তবে কিনা আমি নিশ্চিত যে যেভাবেই হোক একত্রে থাকার ব্যাপারটি আমরা রপ্ত করে নেব। আমি খুব একটা বাচাল নই আর বেশী নড়াচড়াও

করি না। বাস্তবে আমি একজন শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। যদি আমাকে একটা প্রস্তাব করার অনুমতি দেন তা হলে বলি, আমাদের উচিত পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত ভদ্র হওয়া। তাতে দু'জনের জন্যেই পরিস্থিতি সহজ হবে।

ইনেজ আমি নম্র স্বভাবের লোক নই।

গারসিন তাহলে দু'জনের জন্যে আমাকে খুব নম্র হতে হবে। (একটু লম্বা নীরবতা, গারসিন একটা সোফাতে বসে, সেই সময় ইনেজ কামরার মধ্যে পায়চারী করতে থাকে)

ইনেজ (গারসিনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে) আপনার মুখ।

গারসিন (যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে) ক্ষমা করবেন, কি বলছিলেন?

ইনেজ আপনি আপনার মুখটা স্থির রাখতে পারেন না? প্রায় সব সময়ই আপনি মুখটা কেমন যেন বাঁকাতে থাকেন। বড় বিসদৃশ ব্যাপার!

গারসিন অত্যন্ত দুঃখিত। আমি কিন্তু এ সম্বন্ধে সচেতন নই।

ইনেজ এই জন্যই আমি আপনাকে একটু বকছি (গারসিনের মুখটা একটু বাঁকতে থাকে)

ঐ হলেন আপনি! আর আপনি নম্রতার কথা বলছেন। এই দিকে আপনি আপনার মুখটা পর্যন্ত কন্ট্রোলে রাখছেন না। মনে রাখবেন আপনি এখানে একলা নন। আপনার ভয়ের চেহারা আমার উপর আরোপ করার কোন অধিকার আপনার নেই।

গারসিন (উঠে দাঁড়ায়, এবং তার দিকে যেয়ে) আপনার সম্বন্ধে বলুন? আপনি কি ভয় পাননি?

ইনেজ সে বলে আর লাভ কি? আগে হলে ভয় পাওয়ার একটা কারণ ছিল। তখন মনে আশা ছিল!

গারসিন (নিম্নস্বরে) এখন আর আশা নেই··· ·· কিন্তু এখন সেটা আগের কথা। আমরা এখানো পরিণাম ভোগ করতে শুরু করিনি।

ইনেজ সেটা ঠিক (স্বল্প নীরবতা) হ্যাঁ। তাহলে কি ঘটতে যাচ্ছে ?

গারসিন আমি জানি না। আমি অপেক্ষা করছি (আবার নীরবতা, গারসিন বসে পড়ে, ইনেজ কামরায় পায়চারী করতে থাকে। গারসিনের মুখ আবার আগের মতো বাঁকতে থাকে। ইনেজের দিকে একনজর চেয়ে সে দু'হাতের মধ্যে নিজের মুখটা সেঁধিয়ে ফেলে। ভ্যালেটের সাথে ইস্টেল প্রবেশ করে। ইস্টেল গারসিনের দিকে তাকায়। গারসিনের মুখ তখনও দুই করপুটের ভিতরে আবদ্ধ)

ইস্টেল (গারসিনকে লক্ষ্য করে) না, মুখ উঠাবেন না। আমি জানি আপনার দু'হাতে কি লুকাচ্ছেন। জানি দেখাবার মত চেহারা আপনার কিছু অবশিষ্ট নেই। (গারসিন হাত দু'টি সরিয়ে ফেলে) হোয়াট! (সামান্য বিরতি, অতঃপর বিস্ময়ের সুরে) কিন্তু আমি যে আপনাকে চিনি না।

গারসিন ম্যাডাম, আমি নিপীড়নকারী নই।

ইস্টেল আপনি যে নিপীড়নকারী এটা আমি কখনও ভাবিনি! আমি ভেবেছিলাম. আমার উপরে নোংরা কোন ঠাট্টা করার জন্য কেউ একজন চেষ্টা করছে (ভ্যালেটের প্রতি) আর কেউ আসছে কি ?

ভ্যালেট না, ম্যাডাম, আর কেউ আসছে না।

ইস্টেল অহ! তাহলে আপনাদের তিনজনকে এখানে থাকতে হবে। আমি, এই ভদ্রলোক ও এই মহিলা (হাসতে শুরু করে)

গারসিন (রাগের সাথে) এখানে হাসবার মতো কোন কারণ ঘটেনি।

ইস্টেল (তখনো হাসতে হাসতে) ঐ সোফাগুলো হাসির কারণ। ওগুলো বীভৎস দেখাচ্ছে। আর দেখুন ঐগুলোকে কিভাবে সাজিয়ে রেখেছে। ওগুলো দেখলে আমার নববর্ষের দিনের কথা মনে পড়ে। নববর্ষের দিনে আমি আমার একঘেয়ে বুড়ী ফুফু মেরীর সাথে দেখা করতে যেতাম।

তার বাড়িটি এ ধরনের ভীতিকর জিনিস দিয়ে ভর্তি। আমার মনে হয় এখানে আমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটি করে সোফা আছে। এটা কি আমার? (ভ্যালেটের প্রতি) কিন্তু ঐ সোফাতে আমাকে বসতে হবে তেমন আশা করো না। সেটা যে কি রকম জঘন্য হবে তা ভাষায় বলা যাবে না। আমি হাল্কা নীল পোশাকে আছি। আর ওটা হলো সাংঘাতিক সবুজ।

ইনেজ আপনি আমারটা নেবেন?

ইস্টেল ঐ রক্ত-রাঙাটার কথা বলছেন? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু ওটা যে এটার চেয়ে ভালো সে আমি মনে করি না। এ নিয়ে চিন্তা করে কি লাভ হবে। পরিস্হিতি মোকাবেলার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর তাই আমি ওটাই, সবুজ রঙেরটাই নেব (একটু থেমে)। একটু চাপ দিলে যেটায় একটু আরাম বোধ হতো সেটা হলো ওটা। ভদ্রলোকের সোফাটা (আবার একটু থেমে)।

ইনেজ শুনলেন মিঃ গারসিন?

গারসিন (একটু তোতলিয়ে) অঃ ঐ সোফাটার কথা বলেছেন? খুব দুঃখিত (সে উঠে দাঁড়ায়) ম্যাডাম, আপনি ওটা নিন।

ইস্টেল ধন্যবাদ (সে তার কোট খুলে সোফাতে ফেলে দেয়, স্বল্প নীরবতা) ভাল কথা, আমাদের যখন একত্রে থাকতে হবে, তখন আমদের উচিত একজন আর একজনের সাথে পরিচিত হওয়া। আমার নাম রিগোল। ইস্টেল রিগোল। (গারসিন মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায় এবং নিজের নাম বলতে যায় কিন্তু এই সময় ইনেজ তার সামনে এসে পড়ে)।

ইনেজ আর আমি ইনেজ সেরানো। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি।

গারসিন (নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে) : জোসেফ গারসিন।

ভ্যালেট আমাকে কি আর দরকার আছে ?

ইস্টেল না, তুমি যেতে পার। আমার দরকার হলে আমি তোমাকে বেল বাজিয়ে ডাকবো (সবাইকে বিনম্রভাবে অভিবাদন জানিয়ে ভ্যালেট চলে যায়)।

ইনেজ আপনি বড় সুন্দরী। আমার মনে হচ্ছে কি জানেন, আমাদের কাছে ফুল থাকলে আপনাকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতাম।

ইস্টেল ফুল ? হ্যাঁ আমি ফুল ভালোবাসতাম। তবে এখানে ফুল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে তাই না ? এখানটা বদ্ধ। হ্যাঁ, ভাল কথা, এখানে সবচেয়ে প্রয়োজন যতটা পারা যায় হাসিখুশি থাকা। আপনি নিশ্চয় আমার সাথে একথায় একমত হবেন। তা, আপনি অবশ্য ...

ইনেজ হ্যাঁ, গত সপ্তাহে। আপনার ব্যাপার কি ?

ইস্টেল হ্যাঁ, আমারটা অতি সম্প্রতি, গতকালের। আসলে উৎসবটা এখনো শেষ হয়নি। (তার গলার স্বরটা স্বাভাবিক মনে হলেও সে যা বলেছে তা যেন দেখতে পাচ্ছে) বাতাসে আমার বোনের নেকাব উড়িয়ে

নিয়ে যাচ্ছে। সে কাঁদার জন্য খুব চেষ্টা করছে। এসো লক্ষীটি, আর একবার চেষ্টা করে দেখো। এই তো, বেশ হয়েছে। দুই ফোটা অশ্রু। কালো নেকাবের তলায় দু'ফোটা অশ্রু ঝলমল করছে। ওলগাকে আজ সকালে কি রকম দেখাচ্ছিল। সে আমার বোনের বাহু ধরে তাকে সাহায্য করছিল। সে কাঁদছিল না। আর এজন্য তাকে আমি দোষ দেব না। কাঁদলে এক জনের চেহারা বিতিকিচ্ছি হয়ে যায়, তাই না? ওলগা কিন্তু আমার অতি প্রিয় বন্ধু, জানো?

ইনেজ তুমি কি খুব কষ্ট পেয়েছ?

ইস্টেল না, অধিকাংশ সময় আমি ছিলাম অর্ধসচেতন।

ইনেজ সেটা আবার কি?

ইস্টেল সেটা নিমোনিয়া (আগের মতো গলার স্বরে)। সব শেষ হয়ে গেলো। এখন তারা কবরস্থান ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বিদায়, বিদায়, বিদায়। অনেক লোক সেখানে জড়ো হয়েছে। আমার স্বামী বাড়িতেই ছিল। শোকে দুঃখে সে অবসন্ন। (ইনেজের প্রতি) তোমার ব্যাপার কি?

ইনেজ গ্যাস স্টোভ।

ইস্টেল আর আপনার ব্যাপার কি, মিঃ গারসিন?

গারসিন আমার বুকের ভিতর দিয়ে ১২টা বুলেট গিয়েছে (ইস্টেল ভীত হবার একটি ভঙ্গী করে) দুঃখিত, মৃতদের মধ্যে আমি খুব ভাল সঙ্গী নই বলে আমার ভয় হচ্ছে।

ইস্টেল দয়া করে ঐ শব্দটা ব্যবহার করবেন না। ঐ শব্দটা রূঢ়। আসলে খুব খারাপ রুচির পরিচয় বহন করে। যদিও এতে কিছু আসে যায় না। যে কারণেই হোক, আমার মনে হচ্ছে আগের চাইতে এখনই আমরা অনেক বেশী জীবিত। যদি এখানকার ব্যাপারটা আমাদের বলতেই হয় তাহলে, আমার মতে আমাদের

বলা উচিত, ধরুন গরহাজির। আপনি কি দীর্ঘ দিন ধরে গরহাজির আছেন ?

গারসিন প্রায় এক মাস যাবৎ তো বটে।

ইস্টেল আপনার বাড়ি কোথায় ?

গারসিন রায়ো।

ইস্টেল আমি প্যারিস থেকে। ওখানে কি আপনার কেউ আছে ?

গারসিন হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। (ইস্টেলের স্বর নকল করে) সে ব্যারাকের প্রবেশ-পথে অপেক্ষা করছে। প্রতিদিনই সে ওখানে যায়, কিন্তু তারা ওকে ঢুকতে দেয় না। এখন সে বেড়াগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে। আমি যে গরহাজির সেটা সে এখনও জানে না। তবে তার এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছে। এখন সে চলে যাচ্ছে। সে তার কালো পোশাক পরেছে। ভালই হয়েছে। আর তাকে পোশাক বদলাতে হবে না। কাঁদছে না। সে অবশ্য কোনদিন কাঁদেওনি। দিনটা সূর্যোজ্জ্বল আর ওকে দেখাচ্ছে শূন্য রাজপথে একটা চলমান কালো ছায়ার মতো। ওর এ বিশাল শোকার্ত চোখগুলো, তাতে শহীদের দৃষ্টি। সে আমাকে কি ভাবে জ্বালাতন করে তুলেছিল (স্বল্প নীরবতা, গারসিন মধ্যস্থলের সোফায় বসে দু'হাতের মধ্যে মাথা লুকিয়ে রাখে)।

ইনেজ ইস্টেল।

ইস্টেল মিঃ গারসিন, উঠুন।

গারসিন কি হলো ?

ইস্টেল আপনি আমার সোফায় বসে আছেন !

গারসিন আমাকে ক্ষমা করবেন (সে উঠে দাঁড়ায়)।

ইস্টেল আপনাকে মনে হচ্ছিল অনেক দূরে—দূরে সরে পড়েছেন। আপনাকে বিরক্ত করছিলাম বলে দুঃখিত।

গারসিন আমি আমার জীবনটাকে সুবিন্যস্ত করেছিলাম।

(ইনেজ হাসতে শুরু করে) আপনি হাসতে পারেন, তবে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই ভালো।

ইনেজ প্রয়োজন নেই। আমার জীবন বেশ সুশৃঙ্খল আছে। নিজ থেকেই আমার জীবন সুশৃঙ্খল করে নিয়েছি। ও নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই।

গারসিন সত্যি। আপনার কি ধারণা ব্যাপারটা অতি সহজ (সে তার কপালের উপর দিয়ে হাত চালায়) হ্যাঁ, জায়গাটা সাংঘাতিক গরম, তাই না? আপনারা কি কিছু মনে করবেন………(সে তার কোট খুলতে থাকে)

ইস্টেল আপনার কি স্পর্ধা; (অধিকতর ভদ্রভাবে) না, দয়া করে ওটা করবেন না। বেটা ছেলেরা আস্তিন গুটিয়ে বসে থাকে এটা আমি একদম পছন্দ করি না।

গারসিন (তার কোট আবার পরিধান করে) ঠিক আছে। (অল্প বিরতি নিয়ে) ব্যাপার হলো কিনা আমি রাতগুলো খবরের কাগজের অফিসে কাটাতাম। আর সেই অফিস ছিল একটা অন্ধকূপের মতো! ফলে কোন সময়ই সেখানে কোট পরতে পারতাম না, কোট পরলেই শ্বাসরুদ্ধকর গরম দেখা দিত। (অল্প বিরতি, আগেকার মতো গলার স্বরে) শ্বাসরুদ্ধকর যাকে বলে। এখন তো রাত।

ইস্টেল হ্যাঁ, তাই হবে। ওলগা কাপড়চোপড় খুলছে। এখন নিশ্চয়ই মধ্যরাত পার হয়ে গেছে। দুনিয়াতে কত তাড়াতাড়িই না সময় শেষ হয়ে যায়।

ইনেজ হ্যাঁ, মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। তারা আমার কামরা বাইরের দিক থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ঘোরতর অন্ধকার আর শূন্যতা বিরাজ করছে।

গারসিন তারা তাদের কোট খুলে চেয়ারের পিছনে লটকে দিয়েছে। আর কনুইর উপর সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নিয়েছে।

বাতাসে মানুষের গায়ের এবং সিগারেটের ধোঁয়ায় বিটকেল গন্ধ (স্বল্প নীরবতা)। আস্তিন গুটিয়ে-পরা লোকদের সাথে বাস করাটা আমি পছন্দ করতাম।

ইস্টেল (ক্রুদ্ধভাবে) তাহলে আমার আপনার রুচির মধ্যে ফারাক রয়েছে। এ থেকে সেটা প্রমাণ হলো (ইনেজের দিকে ফিরে) তোমার ক্ষেত্রে কি? তুমি কি আস্তিন-গুটানো লোকদের পছন্দ করো?

ইনেজ ওহ্, পুরুষ জাত নিয়ে আমি বিশেষ একটা মাথা ঘামাই না।

ইস্টেল (বিচলিত দৃষ্টিতে অপর দুজনের দিকে চেয়ে) বাস্তবিক আমি ভাবতে পারি না ওরা কেন আমাদের তিন জনকে একত্রে রাখলো। এর কোন মানে হয় না।

ইনেজ (একটা হাসি দমন করে) ওটা কি কথা বল্লে?

ইস্টেল আমি তোমাদের দু'জনের দিকে তাকাচ্ছি এবং ভাবছি যে আমাদেরকে একত্রে বাস করতে হবে…… কি অসম্ভব কথা। আমি আশা করেছিলাম পুরানো বন্ধু অথবা আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা হবে।

ইনেজ হ্যাঁ! একজন আকর্ষণীয় পুরোন বন্ধু যার মুখের মাঝখানে একটা গর্ত।

ইস্টেল হ্যাঁ, তার সাথেও। সে এত অপরূপ ভাবে টেংগো নাচ নাচতো, যেন একজন পেশাদার নৃত্য-শিল্পী। কিন্তু কেন আমাদের মতো তিনজন লোককে একত্রে রাখা হলো?

গারসিন এটা অন্ততঃ নেহাৎই দৈবচক্রে, ভুলে। আমার অন্ততঃ তাই মনে হয়। তারা যাকে যেভাবে পারে রেখে দেয়। হয়তো পরপর যারা আসে তাদের একসাথে রাখে। (ইনেজের প্রতি) কিন্তু আপনি কেন হাসছেন?

ইনেজ কারণ আপনি দৈবচক্র বলে কৌতুকের সৃষ্টি করেছেন। যেন তারা দৈবচক্রের উপরই সব ছেড়ে দিয়েছে।

আসলে আমার মনে হয় আপনি নিজের মতো একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চান।

ইস্টেল (দ্বিধান্বিত ভাবে) তাইতো আমার মনে হচ্ছে জীবিত কালে আমরা বোধহয় কোথায়ও একে অপরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

ইনেজ না, কক্ষনও না। তোমাকে দেখলে কোনদিন আমি ভুলে যেতে পারতাম না।

ইস্টেল কিংবা হয়তো আমাদের কিছু কমন বন্ধু আছে। আমি আশ্চর্য হবো না যদি ডুবু সেমোরদের চেন?

ইনেজ মনে তো হয় না।

ইস্টেল কিন্তু সবাই তো তাদের পার্টিতে যেতো।

ইনেজ তাদের পেশা কি ছিল?

ইস্টেল তারা তো কোন কাজই করতো না। তবে গাঁয়ে তাদের চমৎকার একটা বাড়ি ছিল আর বহু লোক তাদের সাথে দেখা করতে যেতো।

ইনেজ আমিতো যাইনি।
আমি ছিলাম পোস্ট অফিসের কেরানী।

ইস্টেল (একটু সচকিত হয়ে সরে গিয়ে)
ওঃ হ্যাঁ, অবশ্য সেক্ষেত্রে তাহলে। (একটা বিরতি)
আর আপনি মিঃ গারসিন?

গারসিন আমাদের মধ্যে কোনদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।
আমি সব সময় রায়োতে বাস করেছি।

ইস্টেল তাহলে তোমার কথাই ঠিক।
আমাদের মধ্যে দৈবক্রমেই দেখা হয়ে গেছে।

ইনেজ শুধু দৈবচক্রে?
তাহলে তেমনি দৈবক্রমেই আমাদের কামরাটা আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে। এটাও হয়তো দৈবক্রমেই যে আমাদের ডানদিকের সোফাটা ভয়ঙ্কর রকম সবুজ, এবং বামদিকের টা মদরঙা লাল।

দৈবচক্রে ? এ সবগুলো যার যার জায়গা থেকে সরিয়ে দেখুন না। তাহলেই খুব তাড়াতাড়ি তারতম্য বুঝতে পারবেন। মেন্টেলপিসে ঐ যে জিনিসটা আছে আপনারা হয়তো ভেবেছেন ওটা ওখানে দৈবক্রমে রয়ে গেছে। আর এখনে এত গরমই বা কিসের। সেটা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

(স্বল্প নীরবতা)

আমি বলছি কি, ওরা ভেবেচিন্তে সব করেছে।একেবারে প্রতিটি সুক্ষ্ম বিষয় পর্যন্ত। কোন কিছুই দৈবের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় নি। একামরাটা সব দিক থেকে আমাদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

ইস্টেল তা কি সত্যি ?

এখানকার সব কিছুই কেমন ভয়ানক, যে কোন দৃষ্টি কোণ থেকে দেখ না কেন, এগুলো এতই অসুবিধাজনক। সব কোণাকুণি করা, আমি সব সময়ই কোণ ঘৃণা করে এসেছি।

ইনেজ (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) ঃ তুমি কি মনে কর আমিই বা কখনও দ্বিতীয় সাম্রাজের আমলের বৈঠকখানায় বাস করেছি ?

ইস্টেল তাহলে এসব কিছুই আগেভাগে ঠিক করা ?

ইনেজ হ্যাঁ, আর তাছাড়া ওরা ইচ্ছা করেই আমাদের তিনজনকে একত্রে রেখেছে।

ইস্টেল এই সব তুমি আমার মুখোমুখি বিপরিত দিকে বসে আছ এটাও দৈবক্রমে নয় ? এর পেছনে কারণটা কি ?

ইনেজ আমাকে আর কিছু সুধাও। আমি জানি ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ইস্টেল অন্য কেউ আমার কাছ থেকে কিছু আশা করতে থাকে এটা আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।

এরকম হলেই আমি সব সময়ই তার বিপরীত কিছু করতে চাই।

ইনেজ তাহলে তাই কর। দেখ, যদি পার। তারা তোমার কাছে কি চায় তাও তুমি জান না।

ইস্টেল (পা ঠুকে) কি ভয়ংকর, তাহলে তোমরা দুজন আমাকে কিছু একটা করতে চাও ? (সে দুজনের দিকে একে একে তাকায়) নিশ্চয়ই কদর্য কিছু। তাই আমার ধারণা। কিছু কিছু চেহারা আছে যা দেখে আমি সব কিছুই বুঝতে পারি।

তোমাদের চেহারা দেখে কিন্তু বুঝা যায় না।

গারসিন (হঠাৎ ইনেজের দিকে ফিরে) এ দিকে শুনুন, আমরা কেন এখানে একত্রে আছি ? আপনি এ সম্বন্ধে অনেক কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখন যা জানেন খুলে বলুন।

ইনেজ (বিস্ময়ের স্বরে) কিন্তু আমি তো কিছু জানি না। একেবারেই কিছু জানি না। আপনাদের মতো আমিও এ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ।

গারসিন তাহলে আমাদেরকে জানাতে হবে।

(কিছুক্ষণ চিন্তা করে)

ইনেজ যদি আমাদের প্রত্যেকের সাহস থাকতো কথা বলার···

গারসিন কি বলার ?

ইনেজ ইস্টেল।

ইস্টেল হ্যাঁ ?

ইনেজ তুমি কি করেছ।

আমি বলতে চাই তোমাদের কেন এখানে পাঠিয়েছে ?

ইস্টেল (তাড়াতাড়ি) এই এমনিই আর কি। এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। আসলে আমি ভাবছি হয়তো কোন গুরুতর রকম ভুল করেই এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। (ইনেজের প্রতি) হেসো

না। ভেবে দেখ, কত লোক প্রতিদিন গর হাজির হয়ে যাচ্ছে । নিশ্চয়ই প্রতিদিন হাজার হাজার লোক। হয়তো তাদেরকে কোন নিম্নদরের লোক এখানে পাঠাচ্ছে। আমি কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই তুমি বুঝেছ। ওরা সব সে ধরনের বখাটে কর্মচারী যারা নিজেদের কাজকর্ম ঠিক মতো বুঝে না। হাসি থামাও। (গারসিনের প্রতি) আপনি কিছু বলেছেন না কেন ? যদি আমার ব্যাপারে ওরা কোন ভুল করে থাকে তাহলে তোমার ব্যাপারেও তেমন কিছু ঘটে থাকতে পারে। (ইনেজের প্রতি) তোমার ব্যাপারেও তাই । যাই হোক, ভুল করে যে আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে, এটা ভাবাই কি ভালো নয় ?

ইনেজ এইটুকুই কি তুমি আমাকে বলতে চাও ।

ইস্টেল এ ছাড়া আর কি বলবো ? আমার লুকানো কিছু নেই।

ছোট বেলায় বাপ-মাকে হারিয়ে ছিলাম। ছোট ভাইকে মানুষ করতে হয়েছিল। আমরা ছিলাম অত্যন্ত গরীব। আমাদের পরিবারের একজন বন্ধু তাকে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তাব দিলে আমি তার কথায় রাজী হয়ে গেলাম। তার অবস্থা ছিল খুবই ভাল। আর লোকটাও ছিল বেশ ভদ্র। আমার ভাইটা ছিল অত্যন্ত রোগা । তার সবরকম পরিচর্যা দরকার ছিল। তাই এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত সময়োচিত প্রস্তাব বলে মেনে নিয়েছিলাম। আমার স্বামী ছিল বাপের বয়সী। তবে ছ'টি বছর আমরা অত্যন্ত সুখে কাটিয়েছিলাম। তারপরে দু'বছর আগে থেকে নিয়মিত আমাকে যার ভালবাসার জন্যে নিদিষ্ট করেছিল তার সাথে আমার দেখা হয়ে গেল। একে অপরকে দেখেই আমরা এটা বুঝতে পেরেছিলাম। সে আমাকে তার সাথে পালিয়ে যাবার জন্যে

প্রস্তাব দিল। কিন্তু আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলাম। তারপরে আমার নিউমোনিয়া হলো। আর তাতে আমি শেষ হয়ে গেলাম। এই হলো আমার পুরো গল্প। এতে কোন সন্দেহ নেই যে কোন মাত্রাজ্ঞানে আমার বয়সের তিনগুণ বেশী বয়সের একটা লোককে বিয়ে করে আমি অমোর যৌবন বিসর্জন দিয়ে অন্যায় করেছিলাম।

(গারসিনের প্রতি) আপনি কি মনে করেন এটা করা আমার পাপ হয়েছে ?

(সে নিজের সোফায় যায় এবং দুহাতে মাথা লুকিয়ে রাখে। দীর্ঘ নীরবতা। তারপর ইনেজ নিজে নিজে গান করতে থাকে।)

গারসিন নিশ্চয়ই না (স্বল্প নীরবতা) এখন আমাকে বলুন, নিজের নীতিতে অটল থাকা কি অপরাধ ?

ইস্টেল না, অবশ্যই না। এ জন্যে কেউই কোন লোককে অপবাদ দিতে পারে না।

গারসিন দাঁড়ান একটু; আমি একটা শান্তিবাদী কাগজ চালাতাম। তারপর যুদ্ধ বেঁধে গেল। আমার তখন কি করার ছিল ? সকলেই আমার দিকে নজর রেখেছিল। তারা ভাবছিল, সে কি এত সাহস করবে। হ্যাঁ, সাহস আমি করেছিলাম।

আমি আমার বাহু গুটিয়ে নিয়েছিলাম, আর তারা আমাকে গুলী করলো। আমি কি কোন দোষ করেছি ?

ইস্টেল (গারসিনের বাহুতে হাত রেখে) দোষ ? বরং তার উল্টো। আপনি ছিলেন ···

ইনেজ (বিদ্রূপাত্মকভাবে বাধা দিয়ে) ·· একজন বীর আর আপনার স্ত্রীর ব্যাপারটা কি, মিঃ গারসিন ?

গারসিন সে তো অতি সরল ব্যাপার। আমি তাকে আস্তাকুড় থেকে উঠিয়ে এনেছিলাম।

ইস্টেল (ইনেজের প্রতি) দেখলে, দেখলে।

ইনেজ হ্যাঁ, দেখলাম।
(বিরতি) বুঝে দেখ, এ ভাবে অভিনয় করে কি লাভ ? একজন আর একজনের চোখে ধুলো দিয়ে কি হবে ? আমাদের সবাইকে একই তুলি দিয়ে কালিমা লেপন করা হয়েছে।

ইস্টেল (রাগতঃ স্বরে) তোমার কি স্পর্ধা।

ইনেজ হ্যাঁ, আমরা সবাই অপরাধী। হত্যাকারী আমরা তিনিজনই। প্রিয় প্রতিবেশীরা, অমরা তিনজনেই নরকে আছি। ওরা কখনও ভুল করে না। বিনা কারণে কাউকে দোজখে ফেলা হয় না।

ইস্টেল থামো; বেহেশতের দোহাই, থামো।

ইনেজ হ্যাঁ, দোজখের পাপাত্মা, আমরা তিনজনই।

ইস্টেল থামো বলছি, এসব জঘন্য কথা বলতে তোমাকে আমি নিষেধ করছি।

ইনেজ একজন দোজখী আত্মা। তুমি হলে তাই। ও আমার ছোট প্লাস্টারের সাধু, আর আমাদের এই মহান শান্তিবাদী বন্ধুও তাই। আমাদের সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে। তাই না ? আমাদের সুখের জন্যে কিছু লোক তাদের জীবন দান করে গেছে। আমরা সে সব বেশ উপভোগ করেছি। এখন সে সব ঋণ শোধবার পালা এসেছে।

গারসিন (মুষ্টি উঁচিয়ে) দোহাই, আপনার মুখে বন্ধ করুন।

ইনেজ (ভয়হীন ভাবে তার মুখোমুখি হয়ে কিন্তু বিস্ময়াভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে) ভালো, ভালো; (বিরতি) ...
এতক্ষণে বুঝতে পারছি,—কেন ওরা আমাদের তিনজনকে একত্রে রেখেছে।

গারসিন আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, এরপরে আর যা কিছু বলবেন, অন্ততঃ দু'বার চিন্তা করে বলুন।

ইনেজ দাঁড়ান, এটা যে কত সহজ তা আপনি দেখতে পাবেন। একেবারেই শিশুসুলভ সরল ব্যাপার। এটা খুব স্পষ্ট যে এখানে কোন দৈহিক উৎপীড়ন নেই। এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন, তাই না? কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমরা তিনজন দোজখেই আছি। আর কেউ এখানে আসছে না। আমরা তিনজনই এই কামরাটায় থাকবো, অনন্তকাল একত্রে বাস করবো। সংক্ষেপে বলতে হয়, এখানে আর একজনই শুধু অনুপস্থিত আছেন। তিনি হলেন সরকারি উৎপীড়ক।

গারসিন (নিম্নস্বরে) আমি সেটা লক্ষ্য করেছি।

ইনেজ এটা পরিষ্কার যে তারা অল্প লোকবল অথবা অল্প শয়তান-বল দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চায়। এ যেন সেই ধরনের কাফেটেরিয়া যেখানে খদ্দেরেরা নিজেরাই নিজেদের খাবার নিয়ে খায়।

ইস্টেল তুমি কি বুঝেছো খুলে বল তো?

ইনেজ আমার ধারণা যে আমাদের প্রত্যেকে অপর দুইজনের উৎপীড়ক হিসেবে কাজ করতে হবে। (স্বল্প নীরবতা। এর মধ্যে তারা এই তথ্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করে নেয়)

গারসিন (নম্রভাবে) না, আমি কখনো আপনাদের উৎপীড়ক হবো না। আমি আপনাদের কারোই কোন ক্ষতি কামনা করি না বা আপনাদের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। কোন ব্যাপারেই না। তাহলে সমাধানটা খুব সহজ হয়ে গেলো। আমরা যে যার যার জায়গায় থাকবো এবং কেউ কারো দিকে তাকাবো না। এই যে আপনি এখানে। ওনি ওখানে এবং আমি এখানে। যেন তিনজন সৈন্য তাদের নিজ নিজ স্থানে আছে। তাছাড়া আমরা কথাও বলবো না, একটি

কথাও না। এটা করা কোন কষ্ট নয়। কারণ, আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মসমালোচনার জন্যে যথেষ্ট মালমশলা আছে। আমার মনে হয় আমি আমার নিজের চিন্তা নিয়ে দশ হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারবো।

ইস্টেল আমাকেও কি চুপ করে থাকতে হবে ?

গারসিন হ্যাঁ, আর ওখানে আমরা আমাদের আত্মার সদগতি অর্জন করতো পারবো। নিজেদের ভিতরটা শুধু দেখবো, কখনও মাথা তুলবো না। রাজী আছেন তো ?

ইনেজ রাজী।

ইস্টেল (কিছুটা সংশয় করে) আমি রাজী।

গারসিন তাহলে …… বিদায়।

ইনেজ (গাইতে থাকে)

হোয়াইট ফ্রি লেনে, সে কিরে জনতা। সে কিরে ভীড়।
রেলিংএর পরে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ওরা।
অস্থায়ী মঞ্চ, হাতে ছুরি আর তুষের ধামা
এসো নরনারী , হোয়াইট ফ্রি আর লেনে এসো
আনন্দের মেলা দেখি এখন।

কাক-ডাকা ভোরে উঠেছে জল্লাদ, তার হাতে কাজ
অঢেল করার।

মুন্ড কাটবে জেনারেলদের, বিশপ , লর্ড আর
এডমিরালের।

পালের গোদা যত পাবে সব এই দেশের।
হোয়াইট ফ্রি আর লেনে এ কিরে জনতা।
দাঁড়িয়েছে তারা কাতার ধরে নাই হেরফের।
মহিলারা সব জড়োয়া পোশাকে অতি সুন্দর।
কিন্তু তবুও মুন্ড নোয়াতে হবে তাদের।
মাথা আর টুপি পরাতে নিম্নে।
এসো নরনারী, এসো এখানে হোয়াইট ফ্রিয়ারে।

দেখ কি আনন্দ মেলা চলে এখানে।

[ইত্যবসরে ইস্টেল তার পাউডারের পাফ মুখে বুলায় এবং ঠোঁটে লিপস্টিক দেয়। সে একটি আয়নার জন্যে চারদিকে তাকায়।]

তার ব্যাগে খুঁজে তারপর। গারসিনের দিকে ফিরে)

ইস্টেল ক্ষমা করবেন, আপনার কাছে কি একটা আয়না হবে?

(গারসিন রা করে না)

যে কোন ধরনের আয়না। একটা পকেট আয়না হলেও চলেবে। (গারসিন নীরব থাকে)

কথা আপনি আমার সঙ্গে নাও বলতে পারেন, তবে একটি আয়না ধার দিতে অসুবিধা কি? (গারসিন তার দুহাতের মধ্যে মাথা লুকিয়ে থাকে। তার কথার কোন পাত্তা দেয় না)

ইনেজ (আগ্রহান্বিতভাবে) চিন্তা করো না। আমার ব্যাগে একটা আয়না আছে। (সে তার ব্যাগ খুলে, ক্রোধের সাথে) না এটা চলে গেছে। নিশ্চয়ই ওরা ঢুকবার সময় সরিয়ে নিয়েছে।

ইস্টেল কি বিরক্তিকর, (অল্প নীরবতা। ইস্টেল তার চোখ বন্ধ করে এবং দুলতে থাকে, যেন মূর্ছিত হয়ে পড়বে। ইনেজ দৌড়ে যায় এবং তাকে ধরে)।

ইনেজ কি হলো?

ইস্টেল (তার চোখ খুলে এবং মৃদু হাসে) আমার কেমন অদ্ভুত লাগছিল॥

(সে নিজেকে চাপড়ায়)

তুমি কি মাঝে মাঝে এমনভাবে অবসন্ন হয়ে পড়, না? যখন আমি নিজকে দেখতে পাই না, তখন আমি বাস্তবিকভাবে বেঁচে আছি কিনা সে সম্মন্ধে আশ্চর্য বোধ করি।

আমি নিজকে চাপড়ে দেখে নিই, সত্যি আমার অস্তিত্ব আছে কিনা। এতে অবশ্য কোন কিছু আসে যায় না।

ইনেজ তুমি ভাগ্যবতী। আমি মনে মনে নিজ সম্বন্ধে সচেতন। সবিশেষ সচেতন।

ইস্টেল অহ্, হ্যাঁ। তাহলে মনে মনে কিন্তু যা শুধুমাত্র মাথায় আসে তা কেমন একটু অস্পষ্ট তাই না? এতে নিশ্চয়ই ঘুম পেয়ে যায়।

(সে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ থাকে)

আমার শোবার কামরায় ছয়টা বড় আয়না আছে। ঐ তো সেগুলো। আমি ওগুলো দেখতে পাচ্ছি। ওরা আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাদের মধ্যে কার্পেট, সোফা সেট জানালা এগুলোর প্রতিবিম্ব ভেসে উঠেছে। কিন্তু যে আয়নায় আমাকে দেখা যাচ্ছে না, সেই আয়না কতই না শূন্য। লোকের সাথে কথা বলার সময় আমি সবসময় ব্যবস্থা করে নিতাম যাতে আমি নিজকে দেখতে পাই। আমি নিজের কথা বলা আয়নাতে দেখতাম। এতে আমি সবসময় সতর্ক ও সাবধান থাকতাম। এতে বুঝতে পারতাম অন্যে আমাকে কি ভাবে দেখছে··ওহ্, ডিয়ার, হায় আমার লিপস্টিক! আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওটা আমি উল্টা-পাল্টা করে ফেলেছি।

না, আমি চেহারা দেখার আয়না ছাড়া সারাক্ষণ চলতে পারি না, একদম পারি না।

ইনেজ ধরে নাও, আমি তোমার আয়না হবার চেষ্টা করছি? আরো কাছে এসো প্রিয়ে, আমার কাছে এসো। এই তো আমার সোফাতে তোমার জন্যে একটু জায়গা আছে।

ইস্টেল কিন্তু (গারসিনের দিকে আঙ্গুলি সংকেত করে)

ইনেজ ওহ্, ও থাকলে কিছু আসে যায় না।

ইস্টেল কিন্তু আমরা একে অপরকে আঘাত করতে যাচ্ছি। তুমি তো তাই বলছিলে।

ইনেজ আমাকে দেখলে কি মনে হয় আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই ?

ইস্টেল সে কথা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না।

ইনেজ এটা বরং মনে হতে পারে যে তুমি আমাকে আঘাত করবে। কিন্তু তাতে-ই কিবা আসে যায় ? যদি আমাকে দুঃখ পেতেই হয় তোমার হাতেই তা হোক। তোমার সুন্দর হাতেই না হয় শাস্তি পেলাম। কাছে এসো, বস। আমার চোখে চোখ রেখে তাকাও। কি দেখতে পাচ্ছো ?

ইস্টেল এইতো আমি। কিন্তু আমাকে এত ছোট্ট দেখাচ্ছে যে আমি নিজকে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না।

ইনেজ কিন্তু আমি পাচ্ছি। তোমার প্রতি ইঞ্চি আমি ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি। এখন আমাকে প্রশ্ন কর। আয়নার মতো সরাসরি পরিষ্কার উত্তর দেব।

(ইস্টেল এতে বিব্রত হয় এবং গারসিনের দিকে এমনভাবে ফিরে দাঁড়ায় যেন তার কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন করছে)

ইস্টেল হ্যাঁ, মিঃ গারসিন।
আমাদের এই কিচিরমিচির আপনাকে বিরক্ত করছে না তো ?

(গারসিন কোন উত্তর দেয় না)

ইনেজ ওর জন্যে ভেবো না। আমি যা বলেছি, ও থাকলে তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা দু'জনতো আছি। এসো প্রশ্ন করো।

ইস্টেল আমার ঠোঁট দু'টি কি ঠিক আছে ?

ইনেজ দেখাও দেখি। না।
ও দুটো কেমন একটু এবড়োথেবড়ো হয়ে গিয়েছে।

ইস্টেল আমিও তাই ভেবেছিলাম । সৌভাগ্যের কথা, (সে গারসিনের দিকে দ্রুত একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) কেউ আমাকে দেখতে পায়নি । আমি অবার চেষ্টা করবো ।

ইনেজ এটা আরেকটু ভালো হয়েছে । না, তোমার ঠোঁটের লাইন ধরে এগিয়ে যাও । অপেক্ষা করো, আমি তোমার হাতকে চালিয়ে নিয়ে যাব । এই তো, এবার এটা খুব ভালো হয়েছে ।

ইস্টেল আমি যখন এখানে ঢুকেছিলাম ঠিক তখনকার মতো ভালো হয়েছে কি ?

ইনেজ তার চেয়ে অনেক ভালো । নিষ্ঠুরতর, তোমার মুখটা এভাবে বেশ শয়তানি ভরা দেখায় ।

ইস্টেল হায়, একি কথা; আর তুমি বলেছো কিনা তোমার বেশ ভালো লাগছে । নিজেকে নিজে না দেখতে পারলে কেমন পাগলের মতো লাগে । হ্যাঁ, মিস সেরানো, তুমি কি নিশ্চিত যে এখন আমাকে ঠিক দেখাচ্ছে ?

ইনেজ তুমি কি আমাকে ইনেজ বলে ডাকবে না ?

ইস্টেল তুমি কি নিশ্চিত যে আমাকে ঠিক দেখাচ্ছে ?

ইনেজ তোমাকে দেখতে অপূর্ব দেখাচ্ছে, ইস্টেল ।

ইস্টেল কিন্তু, তোমাদের রুচির ওপর কি করে আমি ভরসা করতে পারি ? তোমার রুচি আর আমার রুচি কি একই রকম ? ওহ, এসব কি অসাস্থ্যকর কথা, এতেই একজন কেউ পাগল হয়ে যেতে পারে ।

ইনেজ আমার আর তোমার রুচি একই রকম, ডিয়ার, কারণ আমি যে তোমাকে খুবই পছন্দ করি । আমার দিকে তাকাও । নাহ্ । সরাসরি তাকাও ; এখন একটু হাসো । আমি এতোটা কুশ্রী নিশ্চয়ই নই । আমি কি তোমার আয়নার চাইতে ভালো নই ?

ইস্টেল ওহ্, আমি জানি না। তুমি বরং আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছো। আয়নাতে আমার প্রতিচ্ছায়া কখনো আমাকে তেমন ঘাবড়ে দেয় নি। আমি অবশ্যই তা খুব ভালো করে জানি। একটা পোষ মানানো পশুর মতো এখন আমি হাসতে যাচ্ছি। আমার হাসি তোমার চোখের তারায় ডুবে যাবে। আর তারপর দৈবই জানে এতে কি হবে।

ইনেজ তাহলে তুমি কেন আমাকে পোষ মানাবে না ? (মেয়ে দুটি একে অপরের দিকে তাকায়। ইস্টেল ভয়াবহ মোহমোহতায়) শোন, আমি চাই তুমি আমাকে ইনেজ বলে ডাকো। আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হওয়া প্রয়োজন।

ইস্টেল মেয়েদের সাথে আমি হুট করে বন্ধুত্ব করতে পারি না।

ইনেজ তুমি বলতে চাও পোস্ট অফিসের কেরানীদের সাথে পার না , তাই না ?

হ্যালো , ওটা কি, তোমার চিবুকের নিচে বিশ্রী কি একটা দাগ দেখছি। একটা ব্রন ?

ইস্টেল ব্রন ? ওহ , হায়, কি বাজে ; কোথায় ?

ইনেজ ঐতো। তুমি জানো কিভাবে ওরা আয়নায় লার্ক পাখি ধরে।

আমি হলাম গিয়ে তোমার লার্ক ধরার আয়না। তুমি আমাকে ছাড়া চলতে পারবে না। কোনো ব্রন নেই, ব্রনের চিহ্নও নেই। আর এ সম্বন্ধে বলার কি আছে ? ধরো আয়নাটা মিথ্যা বলতে শুরু করল অথবা ধরো ; আমি আমার চোখ ঢেকে রাখলাম, ঐ যে উনি যেমন করছেন। আর তোমার দিকে তাকাতে অস্বীকার করলাম। তাহলে তোমার অমন কমনীয়তা মরু ভূমির বায়ুতে উৎসন্ন যাবে।

না ঘাবড়ে যেয়ো না, আমি তোমার দিকে না তাকিয়ে পারবো না। আমি তোমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবো না। তোমার সাথে সুন্দর ব্যবহার করবো, সব সময় করবো। তবে তোমার উচিত আমার প্রতি সুন্দর ব্যবহার করা।

(অল্প নীরবতা)

ইস্টেল তুমি কি আমার প্রতি সত্যি মুগ্ধ হয়েছো ?

ইনেজ হ্যাঁ খুবই (আবার স্বল্প নীরবতা)

ইস্টেল (মাথা ঝুঁকিয়ে গারসিনের দিকে ইঙ্গিত করে) কিন্তু আমি চাই সেও যেন আমার দিকে তাকায়।

ইনেজ অবশ্যই। কেননা সে একজন পুরুষ। (গারসিনকে) আপনি জিতেছেন। (গারসিন কিছু বলে না) ওর দিকে তাকান। জাহান্নামে যাক।

(এতে ও গারসিনের থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায় না)

ভাণ করবেন না। আমরা কি বলেছি তার একটি অক্ষরও আপনি না শুনে পারেননি।

গারসিন ঠিকই বলেছেন, একটা অক্ষরও না। আমি কানে দু'আঙুল পুরে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনাদের গলার স্বর আমার ব্রেনে যেয়ে আঘাত করেছে। যাচ্ছে তাই কিচিরমিচির। এখন আপনারা দু'জনে আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন। আপনাদের কারো প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।

ইনেজ আমার প্রতি নেই হয়তো, কিন্তু এই ছোট মেয়েটার সম্বন্ধে কি ? এর প্রতি কি আপনার কোন আকর্ষণ নেই ? ও, আমি আপনার খেলা বুঝতে পেরেছি। আপনি জাক দেখাচ্ছেন, যাতে মেয়েটা আপনার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে।

গারসিন আমি তো আপনাদেরকে বলেছি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন। খবরের কাগজের অফিসে কেউ আমার

সম্বন্ধে কিছু বলছে, আমি সেটা শুনতে চাই। আর আপনি যদি শুনে খুশী হতে চান তাহলে বলি। আপনার ঐ কচি খুকি দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

ইস্টেল ধন্যবাদ।

গারসিন ওহ্। আমি মনে দুঃখ দেয়রে জন্যে এটা বলিনি।

ইস্টেল এই অভদ্র! (তারা নীরবে কয়েক মুহূর্ত একে অপরের মুখামুখি হয়)

গারসিন তাহলে তাই। (বিরতি) আপনারা জানেন, কথা না বলার জন্যে আমি আপনাদের কাছে মিনতি করেছিলাম।

ইস্টেল এটা ওর দোষ। ওইতো কথা শুরু করলো। আমি ওকে কোন কথা জিগ্যেস করিনি। ও নিজেই এগুলো আর আমাকে ওর আয়নাটা ব্যবহার করতে দিতে চাইলো।

ইনেজ তাইতো এখন বলবে। ওদিকে ওর জন্যেই সারাক্ষণ সাজগোজ করছিলে, কিভাবে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তার জন্যে সবরকম কৌশল খাটাচ্ছিলে।

ইস্টেল ভালো কথা। তা কেন করবো না?

গারসিন তোমাদের দুজনেই মাথা খারাপ। দেখছে না, এতে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি? রক্ষে করো, দয়া করে তোমাদের মুখ বন্ধ করো। (বিরতি) এখন বেশ ঠাণ্ডাভাবে চলো সবাই বসে পড়ি। চলো, মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকি আর অবশ্যই চেষ্টা করি যাতে এখানে নিজে বাদে আর কেউ আছে তা ভুলে যাই। (একটু দীর্ঘায়ত নীরবতা। গারসিন বসে পড়ে। মেয়ে দুইটি অনিচ্ছুকভাবে নিজদের জায়গায় ফিরে আসে। হঠাৎ ইনেজ গারসিনের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়)।

ইনেজ অন্য সবাইকে ভুলে যাওয়া? কি অসম্ভব কথা, আমি তো তোমাকে অনুভব করতে পারি, আমার সারা সত্তা দিয়ে।

তোমার নীরবতাও আমার কানে ঘন্টা ধ্বনি তোলে। তুমি তোমার মুখ সেলাই করে রাখতে পারো, জিহ্বা কেটে ফেলতে পারো, কিন্তু তাই বলে তোমার অস্তিত্ব তুমি বিলোপ করতে পারো না। আমি তোমার চিন্তা ঘড়ির কাঁটার মতো টিকটাক টিকটাক করে আওয়াজ করে চলতে শুনছি। আমি নিশ্চিত যে, তুমিও আমার চিন্তা শুনতে পাচ্ছ। নিজের সোফাতে গিয়ে মুখ লুকিয়ে বসে থাকা সোজা বটে, কিন্তু তুমি তো সবখানেই আছো আর যত আওয়াজ সবই তুমি আটকাচ্ছো বলে আমার কাছে ওরা ক্লেদাক্ত হয়ে ঘুরে আসছে। দেখো তুমি এমন কি আমার মুখটা পর্যন্ত চুরি করে নিয়েছ। তুমি সেটা ভালো করেই জানো, কিন্তু আমি জানি না। ঐ ইস্টেল সম্বন্ধেই বা কি? তুমি তাকে আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছো। সে আর আমি যদি একলা থাকতাম তাহলে কি মনে করে সে আমার সাথে এখন যেমন ব্যবহার করছে তেমন ব্যবহার করতো?

না, তোমার মুখ থেকে হাত উঠিয়ে নাও। আমি তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেব না। জানি, তাতে তোমার মনস্কামনা খুবই পুর্ণ হতো। তুমি ওখানে এক যোগীর মতো ধ্যানাবেশ নিয়ে বসে থাকতে আর এদিকে আমি ওকে দেখতে পেতাম না। আমি আমার হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারতাম যে ঐ মেয়েটা তার প্রতিটি আওয়াজ, এমনকি ওর পোশাকের খসখসানি, ওর মৃদু হাসি সব তোমার প্রতি নিবেদন করছে। তুমি অবশ্য তা দেখতে পেতে না। হ্যাঁ, ওসব আমি সহ্য করতে পারবো না। আমি আমার জাহান্নাম পছন্দ করে নেব। আমি তোমাদের চোখে চোখে তাকাবো এবং সামনা-সামনি লড়াই করে এসব নিষ্পত্তি করে নেব।

গারসিন তোমার যা খুশি করো। মনে করি, এটাই আমাদের শেষ পরিণতি হবে। ওরা জানে ওরা কি করতে যাচ্ছে। আমরা তাদের সহজ শিকার। ওরা যদি আমাকে কিছু পুরুষের সাথে এক কামরায় রাখতো ... ...। পুরুষরা তাদের মুখ এঁটে রাখতে পারে। কিন্তু সে সব অসম্ভব কথা বলে আর ফায়দা কি?

(সে ইস্টেলের কাছে যায় সে হালকাভাবে তার ঘাড়ে আঘাত করে আদর করে)।

তাহলে, এই ছোট মেয়ে, আমি তোমাকে আকর্ষণ করছি, তাই না? মনে হচ্ছে তুমি আমার দিকে নয়নবাণ ছুঁড়ছো।

ইস্টেল আমাকে ছুঁয়ো না।

গারিসিন নয় কেন? অন্ততঃপক্ষে আমাদের তো উচিত স্বাভাবিক হওয়া ... ... জানো, আমি এককালে মেয়েদের জন্যে পাগল ছিলাম। তাদের কেউ কেউ আমাকে পছন্দ করতো। তাহলে চলো আমরা এসব ভণিতা ত্যাগ করি। এতে আর যা হোক আমাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। ওসব নম্রতা আর সৌজন্য নিয়ে কষ্ট করে আর লাভ কি? আমরা তো এই আমরাই। আর একটু পরেই আমরা সবাই নব-প্রসূত শিশুর মতো উদোম হয়ে যাবো।

ইস্টেল ওহ, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।

গারসিন নব-প্রসূত শিশুর মতো। হ্যাঁ, তোমাকে আগেই হুশিয়ার করে দিয়েছিলাম। আমি তোমাদের কাছে খুব সামান্যই চেয়েছিলাম। শুধু একটু শান্তি আর নীরবতা। আমি আমার কানে আঙুল দিয়ে রেখেছিলাম। ওদিকে গোমেস কামরার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে সব সাংবাদিকদেরকে শুনিয়ে একধারসে বলেই যাচ্ছে। তারা

সবাই জামার আস্তিন গুটিয়ে রেখেছে। আমি শোনার চেষ্টা করেছি কিন্তু শোনা খুব সহজ নয়। জানো তো পৃথিবীতে সব কিছুই খুব তাড়াতাড়ি চলে। তোমরা কি একটু চুপ থাকতে পারতে না? এখন তো সেটা শেষ হয়ে গেছে। সে কথা বলা বন্ধ করেছে। আর আমার সম্বন্ধে সে যা ভাবে তা এখন আবার তার মাথার ভেতরেই সেঁধিয়ে গেছে। এই অবস্থা আমাদেরকে পার হয়ে যেতেই হবে।·· সদ্যোজাত শিশুর মতো উলঙ্গ। এই বেশ ভালো। আমি বুঝতে চাই কার সাথে আমাকে কি করতে হবে।

ইনেজ তুমি ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছো। আর অতিরিক্ত জানার কিছুই নেই।

গারসিন এটা তোমার ভুল।
যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের প্রত্যেকে মন খুলে পরিষ্কার ভাবে না বলে কেন আমাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হয়েছে তৎক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেউ কারো সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আর যা জানি তা গণার মধ্যে পড়ে না। তুমি, হে নবীনা, তুমিই না হয় শুরু করো। কেন? আমাদের কাছে বল, কেন তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে? যদি তুমি সাদা মনে বলতে পারো, যদি আমরা আমাদের মনের ভূত খোলা ময়দানে এনে ফেলতে পারি, তাহলে আমরা বিপদ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবো। তাহলে সব খুলে বলো, বলো, কেন?

ইস্টেল আমি তো বলেছি এ সম্বন্ধে আমার কোন রকম ধারণা নেই। ওরা আমাকে কোন কারণ বলবে না।

গারসিন তাই বুঝি। ওরা আমাকেও কিছু বলেনি। কিন্তু আমার একটা বুদ্ধিজাত কূট ধারণা আছে। বোধ হয় সবার আগে মুখ খুলতে তুমি লজ্জা পাচ্ছ? তাই না?

ঠিক আছে। আমিই সবার আগে বলবো (স্বল্প নীরবতা)। সম্মান করার মতো কোনো মানুষই আমি নই।

ইনেজ ওকথা আমাদেরকে বলার কোন দরকার নেই। জানি, তুমি ছিলে একজন দল ত্যাগী সৈনিক।

গারসিন সে না হয় হলো। সেটাতো একটা খুচরা ব্যাপার। আসলে আমি এখানে এসেছি কারণ আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছি। সেটা হলো আসল। পাঁচ বছর ধরে। —ফলে, আজও সে কষ্টবোধ করছে। ঐ তো সে। তার কথা উঠাতেই তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। গোমেজের ব্যাপারেই আমার কৌতূহল বেশী ,কিন্তু দেখতে পাই স্ত্রীকে।

গোমেজ করছে কি ? পাঁচ বছর ধরে। ঐ তো ; ওরা আমার জিনিসপত্রগুলো স্ত্রীকে ফেরৎ দিয়েছে। আমার কোটটা কোলে দিয়ে আমার স্ত্রী জানালার পাশে বসে আছে। এই কোটটাতে বারোটা বুলেটের ছিদ্র। রক্ত মরচের মতো। প্রতিটি ছিদ্রের চার পাশে একটি খয়েরী বলয়। যেন এই কোটটা যাদুঘরে রাখার মতো একটি সামগ্রী। ইতিহাস ওটাকে বিক্ষত করে রেখে গেছে। ঐ কোটটা আমি এককালে পরতাম, ভাবলে অবাক লাগে।

অহে প্রিয়তমে, তুমি কি আমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে পারো না ?

নিশ্চয়ই তুমি শেষ পর্যন্ত কোশেশ করে হলেও এক ফোঁটা চোখের জল বের করবে তাই না ?

তুমি অশ্রু বের করতে পারছো না ?

… … রাতের পর রাত পাড় মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতাম। সারা গায়ে মদ ও মাগীর ভোটকা গন্ধ। কিন্তু আমার স্ত্রী আমার জন্যে ঠায় বসে থাকতো। সে এই জন্যে কখনও একটু গালিও দিতো না।

কিন্তু তার চোখ বলতো। সেই চোখগুলো ছিল ডাগর, বেদনা-ভারাক্রান্ত। আমার অনুশোচনা করার কিছু নেই। অপরাধের মূল্য আমাকে দিতেই হবে এই জন্যে আর হুতাশ করবো না। ·····

রাস্তায় এখন বরফ পড়ছে। তুমি কি কাঁদবে না হায়, হতভাগী মেয়ে! জানো, ঐ মেয়েটি ছিল জন্ম শহীদ। যেন পেশা থেকেই দুঃখের শিকার।

ইনেজ (প্রায় ভালবাসর সাথে) তুমি তাকে কেন ওভাবে কষ্ট দিতে ?

গারসিন সেটা ছিল খুবই সহজ। একটা কথা বললেই সে সংকুচিত হয়ে পড়তো, যেন লজ্জাবতী লতিকা। কিন্তু কখনও সে আমাকে বকতো না। ওকে বিরক্ত করে আমি মজা পেতাম। আমি তাকে ডাকতাম, অপেক্ষা করতাম, কিন্তু না, এক ফোঁটা চোখের জল, একটু প্রতিবাদও সে করতো না। আমি ওকে আস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে তুলে এনেছিলাম, বুঝলে··· ···
এখন সে আমার কোটটায় টোকা দিচ্ছে। ওর চোখ দুটি মুদিত। সে আঙুল দিয়ে বুলেটের গর্তগুলো অনুভব করছে।

তুমি কি চাও ? তুমি কি আশা করছো ? আমি বলছি আমার কোন অনুশোচনা নেই। আসল কথা হলো, সে ছিল আমাকে নিয়ে মুগ্ধ। কিন্তু এই কথায় কি তোমাদের কিছু এসে যায় ?

ইনেজ না। আমাকে কউ কোনোদিন ভালবাসেনি।

গারসিন সেটা আসলেই ভালো। তোমার জন্যে অবশ্য খুব ভালো। এসব কথা বোধ হয় তোমার কাছে খুবই অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। এখন তোমার বুঝবার মতো কিছু বলি। একদিন আমি একটা অন্ত্যজ মেয়েকে আমাদের ঘরে নিয়ে এসেছিলাম।

আমার স্ত্রী উপর তলায় ঘুমাতো। সে নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পেয়েছিল। ও খুব প্রত্যুষে উঠতো। আমি আর ঐ মেয়েটা দেরী করে বিছানায় শুয়েছিলাম। আমার স্ত্রী আমাদেরকে সকাল বেলায় বিছানায় কফি এনে খাইয়েছিল।

ইনেজ ও রে পশু।

গারসিন হ্যাঁ, পশুই বটে। যদি তাই বলতে চাও। কিন্তু আমি ছিলাম অতি ভালবাসার পশু।

(একটি দূর প্রসারী দৃষ্টি তার চোখে এসে ভর করে)

না এটা কিছুই নয়। শুধু গোমেস। সে আর আমার সম্বন্ধে কিছু বলছে না ··· ·· তুমি কি বলছিলে? হ্যাঁ, একটা পশু, নিশ্চয়ই। তা না হলে আমি এখানে কেন? (ইনেজের প্রতি) এবার তোমার পালা।

ইনেজ হ্যাঁ, আমি ছিলাম যাকে লোকে বলে একটা কুত্তী। একটা জাহান্নামি কুত্তী। এখানে আসা আমার জন্যে আজব কিছু নয়।

গারসিন এই কি তোমার সব কথা?

ইনেজ না, ফ্লোরেন্সের সাথে সেই প্রেমঘটিত ব্যাপারটা ছিল। একটা মৃত লোকের কাহিনী। এর সাথে তিনটি মৃত্যু ··· জড়িত।

প্রথমে সে ··· ··· তারপর মেয়েটা ও আমি। কেউ বাদ রইলো না। আমারও আর চিন্তা করার কিছু রইলো না, সব শেষ হয়ে গেলো। রইলো শুধু ঐ কামরা। আমি তখন ঐ কামরাটা দেখতে পাচ্ছি। দরজা বন্ধ, শূন্য কামরা ··· ··· ··· না এই মাত্র দরজাগুলো খুলে দিয়েছে। ভাড়া দেয়া হবে, ঐ রকম একটা নোটিস ঝুলছে। এটা খুবই হাস্যকর।

গারসিন তিনটি, তিন তিনটি মৃত্যু, তুমি বলছ?

ইনেজ তিনটি।

গারসিন একটি পুরুষ আর দুইটি মেয়ে ?

ইনেজ হ্যাঁ ।

গারসিন বটে, বটে। (একটু বিরতি) পুরুষটি আত্মহত্যা করেছিল ?

ইনেজ লোকটা ? না, তেমন সাহস তার ছিল না। কিন্তু আত্মহত্যা করার মতো কারণ তার ছিল ।

আমরা তাকে কুকুরের জীবন-যাপন করতে বাধ্য করেছিলাম। কিন্তু আসলে সে ট্রাম চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। কি হাস্যকর পরিণতি ··· ··· আমি ওদের সাথে বাস করতাম। সে ছিল আমার জোঠাতো ভাই।

গারসিন ফ্লোরেন্স কি দেখতে সুন্দরী ছিল ?

ইনেজ সুন্দরী ? (ইস্টেলের দিকে তাকায়)

জানো, আমার কোনো খেদ নেই, কিন্তু তাই বলে তোমাকে এই কাহিনী বলার জন্যে ব্যগ্রও নই।

গারসিন তা ঠিক আছে।

তুমি তাহলে তাকে আর পছন্দ করতে না ?

ইনেজ সেটা হয়েছিল ধীরে ধীরে। ছোটখাট সব ব্যাপার আমার মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছিল।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাক, সে কুলকুচো করার মতো আওয়াজ করে পানি পান করতো। এই সব ছোটখাট ব্যাপার আর কি !

সে ছিল বড় করুণ চরিত্র। নড়বড়ে। কিন্তু তুমি কেন হাসছো ?

গারসিন কারণ আমি কোনক্রমেই নড়বড়ে নই।

ইনেজ এ সম্বন্ধে অতটা নিশ্চিত হয়ো না। আমি ওর চামড়ার ভিতরে ঢুকে দেখেছি সে আমার চোখ দিয়ে দেখেছে। যখন সে তাকে ছেড়ে এলো তখন আমি তাকে আমার

মুঠোয় নিয়ে এসেছিলাম। শহরের আর এক প্রান্তে আমরা দুজনে মিলে একটা শোবার-বসার কামরা নিয়েছিলাম ।

গারসিন তারপর কি হলো ?

ইনেজ তারপর ঐ ট্রামটা তার কাজ খতম করলো। আমি প্রত্যেকদিন ওকে বলতাম, দেখ প্রিয়ে, আমরা দুজনে মিলে ওকে শেষ করেছি (একটু বিরতি) আমি বাস্তবিক বড় নিষ্ঠুর ।

গারসিন আমিও তাই।

ইনেজ না, তুমি নিষ্ঠুর নও। তুমি আর কিছু ।

গারসিন সেটা কি ?

ইনেজ সেটা আমি তোমাকে পরে বলবো। যখন আমি নিজেকে নিষ্ঠুর বলি, তখন বুঝাতে চাই যে অন্য লোককে কষ্ট না দিলে আমার একটুও চলে না। এক টুকরা জ্বলন্ত কয়লার মতো। যেন অন্যদের হৃদয়ের উপর একটুকরা জ্বলন্ত কয়লা। একলা হলে আমি নিষ্প্রভ হয়ে যাই। ছয় মাস ধরে আমি ওর হৃদয়টা জ্বালিয়েছিলাম। জ্বলতে জ্বলতে ওটা হয়ে গেলো এক টুকরা অঙ্গার। এক রাতে যখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম তখন ও ঘুম থেকে উঠে কামরাতে গ্যাস চালু করে দিল। এর পরে সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে। তা হলেই বুঝলে ।

গারসিন ভালো, ভালো।

ইনেজ হ্যাঁ, তোমার মনের বথাটা কি ?

গারসিন না, কিছুই না। কথা হলো যে আমার গল্পটা তেমন সুবিধের নয়।

ইনেজ সেটাতো স্পষ্টই। কিন্তু তাতে কি।

গারসিন তুমি যেমন বলো, তাতে কিবা আসে যায়। (ইস্টেলের প্রতি) এখন তোমার পালা। তুমি কি করেছিলে ?

ইস্টেল যেমন তোমাকে আগে বলেছিলাম। আমার কোন ধারণা নেই। মাথা ঠুকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি।

গারসিন ঠিক আছে। তাহলে তোমাকে এই ব্যাপারে একটু সাহায্য করি। ঐ যে লোকটা মুখ গুঁড়ো হয়ে গেছে, ও কে ?

ইস্টেল কে ……………কার কথা বলছ ?

ইনেজ কার কথা, তা তুমি ভাল করেই জানো। যাকে এখানে এসে দেখতে পাবে বলে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলে।

ইস্টেল ওহ্, তার কথা, সে তো আমার একজন বন্ধু।

গারসিন কিন্তু তাকে অতো ভয় পাচ্ছিলে কেন ?

ইস্টেল সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, মিঃ গারসিন।

ইনেজ তোমার ব্যাপারেই কি সে নিজেকে গুলী করেছিল ?

ইস্টেল মোটেই না। কি অসম্ভব লোক তুমি।

গারসিন তাহলে অত ভয় পাচ্ছিলে কেন ? সেই-না গুলী করে নিজের মগজ উড়িয়ে দিয়েছিল ? তাতেই তো ওর মুখটা গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাই না ?

ইস্টেল না, এসব তোমরা আর বলো না।

গারসিন তোমার জন্যেই, তোমার জন্যেই।

ইনেজ তোমার জন্যেই সে নিজেকে গুলী করেছিল।

ইস্টেল আমাকে একা থাকতে দাও। আমাকে এভাবে শাসানো মোটেই ভালো হচ্ছে না।

আমি চলে যেতে চাই। যেতে চাই (সে দরজার দিকে দৌড়ে যায়)।

গারসিন যদি পারতো চলে যাও। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে এর চাইতে ভাল আর কিছু চাইতে পারি না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দরজটা তালাবদ্ধ। (ইস্টেল বোতাম টিপে, কিন্তু ঘন্টা বাজে না। ইনেজ ও গারসিন হাসে। দরজার

দিকে পিঠ করে ইস্টেল ক্ষীপ্রগতিতে ওদের দুজনের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়)।

ইস্টেল (রুদ্ধ স্বরে) তোমরা দুজনেই ঘৃণিত ব্যক্তি।

ইনেজ ঘৃণিত ? হ্যাঁ।
ঠিক শব্দটাই ব্যবহার করেছো। এখন এই শব্দটা নিয়েই থাকো। যে লোকটা তোমার জন্যে আত্মহত্যা করেছে তুমি ছিলে তার উপপত্মী, তাই না ?

গারসিন অবশ্যই, সে তাই ছিল। আর লোকটা শুধু একলা ওকে কাছে পেতে, তাই ঠিক নয় কি ?

ইনেজ একজন পেশাদার নৃত্যশিল্পীর মতো ট্যাংগো নাচেতো সে। কিন্তু সে ছিল গীর্জার মুষিকের মতো গরীব, তাই কি ঠিক নয় ?

(অল্প নীরবতা)

গারসিন সে গরীব ছিল কিনা বল ?
সোজাসুজি উত্তর দাও

ইস্টেল হ্যাঁ, সে গরীবই ছিল।

ইনেজ তোমার নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখাটা তোমার কাছে ছিল একটা বিশেষ ব্যাপার। তাই যখন সে একদিন এসে তোমাকে নিয়ে ভেগে যাবার প্রস্তাব করলো তখন তুমি তার মুখের উপর উপহাস করেছিলে।

ইনেজ সেটা ঠিক। তুমি তাকে উপহাস করেছিলে। তাই সে আত্মহত্যা করেছিল।

ইস্টেল তুমি কি ফ্লোরেন্সকে একই দৃষ্টিতে দেখতে ?

ইনেজ হ্যাঁ

(অল্প একটু বিরতী, তারপর ইস্টল উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে)

ইস্টেল তোমরা দুজনে সবটাই গুলিয়ে ফেলেছো। (সে তার কাঁধ শক্ত করে দরজায় হেলান দিয়ে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার স্বর কর্কশ ও ঝগড়াটে হতে থাকে)

সে চেয়েছিল আমার গর্ভে একটা সন্তান পয়দা করতে। ঐটাই ছিল ব্যাপার।

গারসিন তুমি কোন সন্তান চাওনি, তাই না ?

ইস্টেল না, আমি অবশ্যই সন্তান চাইনি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তবুও সন্তান এসে গেলো। আমি পাঁচ মাসের জন্যে সুইজারল্যান্ডে চলে গেলাম। কেউ এটা জানতো না। একটা মেয়ে হয়েছিল। মেয়েটা জন্মানোর সময় রোজার আমার সাথেই ছিল। মেয়েটা পেয়ে সে কতই খুশী হয়েছিল। আমি কিন্তু খুশী হতে পারিনি।

গারসিন তারপরে ?

ইস্টেল হ্রদের উপরে ছিল একটা বেলকনি। আমি একটা বড় পাথর নিয়ে এসেছিলাম। আমার মতলব সে বুঝতে পেরেছিল। তাই সে চেঁচাতে থাকলো 'ইস্টেল, আল্লার দোহাই, এটা করো না!' আমি তখন তাকে ঘৃণা করতে লাগলাম, সে সব দেখতে পেল। সে বেলকনির উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পানির উপরে ছড়িয়ে পড়া বলয়গুলো দেখতে পাচ্ছিলো।

গারসিন হে, তারপর ?

ইস্টেল ঐ হলো। আমি প্যারিতে ফিরে এলাম। আর ওর যা খুশি তাই সে করলো।

গারসিন তুমি বলতে চাও সে গুলী করে তার মগজ উড়িয়ে দিল?

ইস্টেল সে ছিল অসম্ভব ধরনের মানুষ। আমার স্বামী কখনো কোন রকম সন্দেহ করেনি (বিরতি) ওহ্। তোমাদেরকে আমি কি ঘৃণাই না করি! (চোখে পানি নেই, সে কাঁদতে থাকে)।

গারসিন কিছুই হবে না। এখানে কারো চোখে কখনো পানি আসবে না।

ইস্টেল আমি একটা ভীতুর ডিম। মস্ত ভীতু। (বিরতি) যদি তোমরা জানতে তোমাদেরকে আমি কেমন ঘৃণা করি।

ইনেজ (তাকে ওরা বাহুতে নিয়ে) হায় মেয়ে! (গারসিনের প্রতি) তাহলে শুনানী শেষ হলো। তাই বলে ফাঁসির আদেশদানকারী বিচারকের মতো চেহারা করার কোন প্রয়োজন নেই।

গারসিন ফ্রাঁসির আদেশদানকারী বিচারক। (সে চারদিকে তাকায়)। নিজের চেহারা আয়নায় দেখার জন্যে এখন আমি অনেক কিছু দিতে রাজি। (বিরতি) কি বিশ্রী গরম লাগছে। (সে বেখেয়ালে নিজের কোট খুলে ফেলে) ও, সরি।

(সে আবার কোট পড়তে শুরু করে।)

ইস্টেল এ নিয়ে ভেবো না। তুমি জামার আস্তিন গুটিয়ে বসতে পারো। সবতো এক রকমই।

গারসিন তাহলে ঠিক আছে। (সে তার কোটটি সোফাতে ফেলে দেয়) ইস্টেল, তুমি আমার উপর রাগ করো না।

ইস্টেল না, আমি তোমার উপর রাগ করিনি।

ইনেজ আমার সম্বন্ধে কি? আমার ওপর রাগ করেছো নাকি?

ইস্টেল হ্যাঁ,

(অল্প নীরবতা)

ইনেজ দেখো মিঃ গারসিন, এখনতো তুমি সবাইকে উলঙ্গ করে ফেলেছো তাই বলে কি এখন সবকিছু আগের চাইতে বেশী বুঝতে পারছো?

গারসিন সেটাই ভাবছি। হ্যাঁ, হয়তো আগের চাইতে একটু ভালো বুঝতে পারছি (ভীতুভাবে)। ধরো, এখন যদি আমরা একে অপরকে সাহায্য করার চেষ্টা করি?

ইনেজ আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই।

গারসিন ইনেজ দেখো, ওরা ধূর্তের ওদের মতো ফাঁদ পেতেছে। একটা মাকড়সার জালের মতো। তুমি একটু নড়াচড়া করো, হাত তুলে একটু বাতাস খেতে চাও তাহলেই

ইস্টেল আর আমি একটা টান অনুভব করি। আমরা একলা। কেউ আমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। আমরা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে গেছি। এখন কি করবে, ভেবে দেখতে পারো। (বিরতি) হ্যালো, কি ঘটছে ?

ইনেজ তারা আমার ঘরটি ভাড়া দিয়ে ফেলেছে। জানালাগুলো হুট করে খুলে দিয়েছে। আমার বিছানায় একটা লোক বসে আছে। ঠিক আমার নিজের বিছানায়। তারা আমার ঘর ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। এসো, আমার ঘরে এসো, ওরে পশু, ঘরে এসে দিব্যি মজা করে বসো। আহা! এ যে দেখছি একটা মেয়েও আছে। মেয়েলোকটা ওর কাছে যাচ্ছে। যেয়ে দু'হাত লোকটার দু'কাঁদে রেখেছে। ····· জাহান্নামে যাক। ওরা কোন বাতি জ্বালছে না কেন ? এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। এখন লোকটা ওকে চুমু খেতে যাচ্ছে। কিন্তু ওটাতো আমার কামরা, আমার। এখন ঘোরতর অন্ধকার। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওদের ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছি। ও কি, লোকটা কি আমার বিছানায় মেয়ে লোকটার সাথে প্রেম করবে নাকি ? মেয়েলোকটা কি বলছে ? ও বলছে, এখন দুপুর আর আকাশে সূর্য জ্বলছে। আমি নিশ্চয়ই অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। (একটু নীরবতা) না, অন্ধকার হয়ে গেছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না। দুনিয়ার খেলা আমার শেষ হলো। আমার জন্যে আর কোন গরহাজির প্রয়োজন হবে না। (সে শিউরে উঠে) নিজকে এত শূন্য, ছিন্ন-বিছিন্ন এবং শেষটায় সত্যিই মৃত মনে হচ্ছে। আমার সবটাই এখন এই কামরাতে। (বিরতি) তুমি কি বলেছিলে ? আমাকে সাহায্য করার কথা বলেছিলে, এই তো ?

গারসিন হ্যাঁ।

ইনেজ কি করার জন্যে আমাকে সাহায্য করতে ?

গারসিন তাদের সব শয়তানির চক্রান্তকে ঠেকবার জন্যে।

ইনেজ আর তার বদলে আমাকে কি করতে হবে ?

গারসিন আমাকে সাহায্য করবে। একটু চেষ্টা করলেই পারবে, ইনেজ! সামান্য একটু মানবিক বোধ থাকলেই পারবে।

ইনেজ মানবিক বোধ? সে তো আমার আওতার বাইরে। আমি নিজে একেবারেই পঁচে গেছি।

গারসিন আমার ব্যাপারই বা কি ? (অল্প নীরবতা) আর যাই হোক, একটা চেষ্টা করে দেখি না।

ইনেজ তাতে কোন লাভ নেই। আমি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছি। আমি দিতেও পারি না, কারো থেকে নিতেও পারি না। তাহলে কি করে সাহায্য করি ? আমি একটা শুকনা ডালা। আমাকে শুধু পোড়ানোই যাবে (সে চুপ যায়। ইস্টেলের দিকে তাকায়। ইস্টেল এখন দু'হাতে তার মাথা লুকিয়ে রেখেছে) ফ্লোরেন্স ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। শুভ্র চুলের মেয়ে।

গারসিন এই নবীনা মেয়েটিকে তোমার উৎপীড়ক হওয়ার জন্যে নিয়তি নির্দিষ্ট করেছে। এ তুমি বুঝতে পারছো ?

ইনেজ হয়তো আমি অনুমান করেছি।

গারসিন ওর মাধ্যমেই তারা তোমাকে ধরবে। আমি অবশ্যই একটু অন্যরকম, একটু দূরে থাকবো। ওর দিকে কোন লক্ষ্য করবো না। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারো ·····

ইনেজ হ্যাঁ।

গারসিন এটা একটা ফাঁদ।···তুমি এ ফাঁদে পড় কি না, তা ওরা খেয়ালে রাখছে।

ইনেজ আমি তো জানি। তুমি হলে আর একটি ফাঁদ। তুমি কি মনে করো তুমি যে সব কথা বলছো তার প্রতিটি শব্দ তারা আগে থেকে জানে না? আর এছাড়া পদে পদে ভুল করে গর্তে পড়ার মতো চোরাগর্তের জাল ওরা ছড়িয়ে রেখেছে। এখানকার সবকিছু ঢেকে-রাখা ফাঁদ। কিন্তু আমার আর ভয় করার কি আছে? আমি নিজেই একটা চোরাগর্ত। অবশ্য ঐ মেয়েটার জন্যে। আর মনে হয় ওকে আমি ধরবো।

গারসিন তুমি কিছু ধরতে পারবে না। আমরা একে অপরকে তাড়িয়ে ফিরছি। একটা অন্ধবৃত্তের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাড়াচ্ছি, যেন বৃত্তের মধ্যে ধাবমান ঘোড়া। অবশ্য, এ তাদের চক্রান্তের একটা দিক। ইনেজ; ওটা ফেলে দাও। তোমার মূঠ খোল। সব যেতে দাও। আর না হলে তিনজনের জন্যেই তুমি ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে।

ইনেজ তুমি কি মনে করো আমি ছেড়ে দেবার পাত্র? আমি কি সে ধরনের ব্যক্তি। আমি জানি আমার কি হতে পারে। আমাকে পোড়ানো হবে। আর তা চিরদিন চলতে থাকবে। হ্যাঁ, আমি সব জানি, কিন্তু তাই বলে কি মনে করো, আমি ওকে ছেড়ে দেবো। আমি ওকে ধরবো। সে আমার চোখ দিয়ে তোমাকে দেখবে। ফ্লোরেন্সও আমার চোখ দিয়ে ঐ লোকটাকে দেখতো। আমার সহানুভূতি নিয়ে তোমার লাভ কি? আমি তোমাকে আশ্বস্ত করছি, আমি সব জানি। আমি আমার নিজের জন্যেই দুঃখ অনুভব করতে পারি না। হ্যাঁ! ফাঁদ, আমি কি তা জানি না? আমি জানি আমার গলা পর্যন্ত ফাঁদে ঢুকে পড়েছি। আর এও জানি যে এর কোন প্রতিকার করতে পারি না। দেখ, এসব যদি তাদের কেতাবের সঙ্গে মানায়, তাহলেই ভাল।

গারসিন (শক্ত করে তার কাঁধ ধরে)
হ্যাঁ, দেখো এ অবস্থায় আমি তোমার জন্যে দুঃখ করতে পারি। আমার দিকে তাকাও, আমরা উলঙ্গ। আমাদের সব কিছু দেখা যাচ্ছে। আমি তোমার হৃদয় দেখতে পাচ্ছি। এটা হলো আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ। তুমি কি মনে করো আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই? আমার কোন খেদ নেই। আমিও রিক্ত। কিন্তু তবুও তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়।

ইনেজ (সে এতক্ষণ ওর হাত দুটি নিজের কাঁধে রাখতে দিয়েছিল। এখন হাত দু'টি ঝেড়ে ফেলে দেয়) না, তা করো না। গায়ে হাতানো আমি ঘৃণা করি। আর তোমার দয়া তোমারই থাক। ভুলে যেয়োও না, গারসিন, এ কামরায় তোমার জন্যেও ফাঁদ চমৎকারভাবে পাতা আছে। নিজের চরকায় তেল দিলেই তুমি ভালো করবে (বিরতি), তবে এ মেয়েটি আর আমাকে যদি তুমি শান্তিতে থাকতে দাও তাহলে আমি দেখবো যাতে আমি তোমার কোন ক্ষতি না করি।

গারসিন (তার দিকে এক মুহূর্ত তাকায়, তারপর নিজের কাঁধ ঝাঁকায়) ঠিক অছে।

ইস্টেল (মাথা উঁচিয়ে) প্লিজ, গারসিন।

গারসিন তুমি আমার কাছে কি চাও?

ইস্টেল (উঠে দাঁড়ায় এবং তার কাছে যায়) তুমি যে কোনভাবেই হোক আমাকে সাহায্য করতে পারো।

গারসিন তোমার সাহায্যের দরকার হলে ওর কাছে চাইতে পার। (ইনেজ ইস্টেলের পিছনে দাঁড়ায়, কিন্তু তাকে স্পর্শ করে না। কথাবাতার সময় সে প্রায় তার কানের কাছে মুখ এনে কথা বলে। কিন্তু ইস্টেল গারসিনের

উপর চোখ রাখে। গারসিন কোন কথা না বলে তাকে দেখতে থাকে। ইনেজ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় গারসিনের দিকে তাকিয়ে ইস্টেল উত্তর দেয়, যেন গারসিনই তাকে প্রশ্ন করছে)

ইস্টেল গারসিন! আমি তোমাকে দোহাই দিচ্ছি ··তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, তাই না? আমাকে তাড়াতাড়ি সাহায্য করো। আমাকে একলা ফেলে রেখো না। ওলগা ওকে একটি কেবারেটে নিয়ে গিয়েছে।

ইনেজ কাকে নিয়েছে ?

ইস্টেল পিটার। ··· ওহ, ওরা এখন দু'জনে মিলে নাচছে।

ইনেজ পিটার কে ?

ইস্টেল সে একটা ছ্যাবলা ছেলে। সে আমাকে তার চোখের মণি বলে ডাকতো, বুঝো দেখি ব্যাপারখানা। সে আমার ঘোরতর প্রেমে পড়েছিল। ··· ঐ মেয়েটা আজ রাতে পাঠিয়ে ওকে বাইরে নিয়ে গেছে।

ইনেজ তুমি তাকে ভালবাস ?

ইস্টেল ঐ তারা দু'জনে বসে আছে। সে গ্রামপাস তিমির মতো হাঁফাচ্ছে। এই মেয়ে কিনা নাচের জন্যে জেদ ধরেছিল। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি ও কেবল ওজন কমাবার জন্যে নাচে। না, আমি অবশ্যই ওকে ভালবাসি না। ওর বয়েস মাত্র আঠার। আমি ছোকরা ভুলানোর মেয়ে নই।

ইনেজ তাহলে ওদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? এতে তোমার কিই-বা আসে যায় ?

ইস্টেল কিন্তু ছেলেটা যে আমার তাঁবেদার ছিল।

ইনেজ পৃথিবীর কোনকিছু আর এখন তোমার নয়।

ইস্টেল আমি তোমাকে বলছি ঐ ছেলেটা আমার, একান্তই আমার।

ইনেজ হ্যাঁ, সে তোমারই ছিল বটে। একদা একদিন। কিন্তু এখন ওকে শোনাও দেখি তোমার কথা, ওকে ছোঁও তো দেখি। ওলগা ওকে ছুঁতে পারে। যতক্ষণ ইচ্ছে করে ততক্ষণ ওর সাথে কথা বলতে পারে। তাই না। সে তার হাত চেপে ধরতে পারে। গায়ে গায়ে ঘষতে পারে।

ইস্টেল হ্যাঁ, দেখো। ঐ যে সে তার হোত্‌কা বক্ষদেশ ওর গায়ে ঘষছে, ফুলছে আর ওর মুখে নিঃশ্বাস ফেলছে, ওহ আমার ছোট্ট মেষ শাবক, ও যে কেমন মজার চিজ তা কি দেখছো না, ওকে কেন ঠাট্টা করছো না? ওহ, এমন এক সময় ছিল যে আমি ওদের দিকে তাকালে ঐ মেয়েটা তাড়াতাড়ি কেটে পড়তো। তাহলে আমার বলতে কি সত্যি কিছু নেই ……।

ইনেজ একেবারে কিছু নেই। পৃথিবীতে তোমার কিছু নেই, এমনকি ছায়াটাও নেই! তোমার যা কিছু আছে তা সবই এখানে। ঐ কাগজকাটা ছুরিটা কি তুমি পছন্দ করবে? অথবা ঐ যে মেন্টেলপিসের অলংকারটা? ঐ নীল সোফাটা তোমার। আর শোনো, মাই ডিয়ার, আমি চিরদিনের জন্যে তোমার।

ইস্টেল তুমি আমার! সে তো ভালো। তোমাদের দু'জনের মধ্যে কে আমাকে চোখের মণি, হৃদয়ের রত্ন বলে ডাকবে। তোমরা দু'জন আমার সম্বন্ধে অনেক জানো, জানো আমি একেবারে হদ্দপঁচা…। প্রিয় পিটার, আমার কথা একটু ভাবো, আমার কথা চিন্তা করো, আমাকে রক্ষা করো। তুমি সবসময় ভাবো আমি তোমার চোখের মণি, হৃদয়ের রত্ন। আমার অর্ধেকটা এখানে আছে। আমি আধাদুষ্ট। আমার বাকী আধাটা ওখানে তোমার সাথে আছে। আর সেটা পরিষ্কার, উজ্জ্বল, বহমান জলস্রোতের মতো টলটলে। … … । ওহ্, ওর মুখের দিকে তাকাও। ওর মুখটা

টমেটোর মতো লাল। না, এ অসম্ভব! আমরা দু'জনে ওকে উপহাস করেছি, তুমি আর আমি। প্রায়ই উপহাস করেছি।·· ঐ সুরটা যেন কি, আমি সব সময়ই ওটা ভালোবাসতাম! হ্যাঁ. সেন্ট লুই ব্লুজ· হ্যাঁ, নাচো, নেচে যাও। গারসিন, আহা, যদি তুমি ওকে দেখতে পেতে তাহলে হেসেই মরে যেতে। ও কখনও জানবে না যে আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, ওলগা তোমার সব চুল-সহ তোমাকে দেখাচ্ছে লেপাপোছা সুন্দরী। ওহ্, এখন তুমি ওর পা মাড়িয়ে দিচ্ছ! এই এক চিৎকার। তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি। সে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওকে দলা পাকিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছে। কি জঘন্য! ও সবসময় বলতো আমি নাকি হাল্কা। আর ও নাকি আমার সঙ্গে নাচতে ভালবাসতো। (সে কথা বলতে বলতে নাচছে) আমি দেখতে পাচ্ছি। না, ও কোন পরোয়া করছে না। আমার দৃষ্টির তোয়াক্কা না করে সে নেচে যাচ্ছে। ওটা কি হলো? এটা তুমি কি বললে। "আমাদের হতভাগী ইস্টেল!" অমন হামবাগ হয়ো না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও তুমি এক ফোঁটা চোখের জল ফেলনি……। আর এখন ওর কাছে হতভাগী বন্ধু ইস্টের কথা বলতে সাহস পাচ্ছ। আমাকে নিয়ে পিটারের সাথে আলোচনার করার এতই সাহস তার। হ্যাঁ, এখন সময়টা ঠিক রাখ। ওতো হলো গিয়ে নাচের সাথে এক সাথে কথা বলতে পারতো না। ওহ্, ওটা কি হলো··· ? না, না। ওকে বলো না। প্লিজ, ওকে বলো না। তুমি ওকে রাখতে পারো। ওর কাছে যা খুশি বলতে পার! শুধু এ কথাটা ওকে বলো না। (ইতিমধ্যে তার নাচ থামিয়ে ফেলেছে) ঠিক আছে। তুমি এখন ওকে পেতে পারো। এটা কি খুব অন্যায়

হলো না, গারসিন ? সে ওকে রোজারের সম্পর্কে, আমার সুইজারল্যাণ্ডে যাওয়া, বাচ্চা হওয়া সম্পর্কে সব বলে দিয়েছে। "হতভাগী ইস্টেল মোটেই, অমন ……না আমি সত্যিকারে বলতে গেলে……।" ওকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। ছেলেটা তার মাথা নাড়ছে। সে খুব একটা আশ্চর্য হয়নি বলে মনে হচ্ছে। যেমনটা হওয়ার কথা তেমন অবশ্যই নয়। তুমি তাকে রাখো। ছেলেটার দীর্ঘ চোখের দৃষ্টি. সুন্দর মেয়েলী চেহারা—কোনটা নিয়েই আর আমি দর কষাকষি করবো না। তুমি চাইলে ওগুলো পেতে পারো। হ্যাঁ. ভাল। রত্নটি হাজার টুকরা হয়ে গেছে। হতভাগী, ইস্টেল। নাচো, নাচো, নাচতেই থাকো। কিন্তু সময় মতো চলো এক, দুই, এক – দুই। হায়, এক মুহূর্তের জন্যে পৃথিবীতে গিয়ে ওর সাথে নাচতে আমার কতই না স্বাদ হচ্ছে। (সে আবার কয়েক মুহূর্ত নাচে) বাজনা ধীরে ধীরে মিইয়ে আসছে। ওরা ট্যাংগো নাচের মতো বাতি নিভিয়ে দিয়েছে। ওরা কেন এত মৃদুভাবে বাজাচ্ছে। আরো জোরে বাজাও। আমি যে শুনতে পাচ্ছি না। এ অনেক দূরে চলে গেল। অনেক দূরে। (সে নাচ থামিয়ে ফেলে) সব শেষ। এটাই সমাপ্তি। দুনিয়া আমাকে ত্যাগ করেছে। (গারসিনের প্রতি) আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকো না, প্লিজ। আমাকে তোমার বাহুতে নাও। (ইস্টেলের পিছনে দাঁড়িয়ে ইনেজ গারসিনকে সরে যেতে ইশারা করে)

ইনেজ (আদেশের সুরে) তাহলে এখন গারসিন।

(গারসিন এক পা পিছনে সরে যায় এবং ইস্টেলের দিকে তাকিয়ে ইনেজের দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে)

গারসিন একথা তোমার ওকে বলা উচিত।

ইস্টেল (তাকে আঁকড়ে ধরে) আমার উপরে মুখ ফিরিয়ে চলে যেও না। তুমি তো একটা পুরুষ, তাই কি নও? আমি তেমন কিছু একটা বিভীষিকা নিশ্চয়ই নই। সবাই বলে আমার চুল খুব সুন্দর। আর তাছাড়া এটা সত্যকথা যে আমার জন্যে একটা লোক আত্মহত্যা করেছিল। এখানে তোমাকে তো একটা কোন কিছুর দিকে তাকাতে হবে। কিন্তু এসব সোফা, টেবিল আর ঐ ভয়ঙ্কর অলঙ্কারটা ছাড়া এখন দেখার কিছু নেই। এইসব বাজে আসবাবপত্রের চাইতে অন্ততঃ আমাকে দেখতে নিশ্চয়ই একটু ভালো দেখায়, তাই না? শোনো, একটা ছোট চড়ুই পাখি যেমন বাসা থেকে পড়ে যায় তেমনি ওদের অন্তর থেকে আমি ঝরে পড়ে গেছি। তুমি আমাকে কুড়িয়ে তুলে নাও, তোমার হৃদয়ে স্থান দাও। ডালিং, তখন দেখো, আমি তোমার প্রতি কত মিষ্টি-মধুর হতে পারি।

গারসিন (ওর সাথে ধস্তাধস্তি করে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে) আমি বলছি তোমার উচিত ঐ মহিলার সাথে কথা বলা।

ইস্টেল ওর সাথে? কিন্তু ওতো গণার মধ্যে পড়ে না, ওতো একটা মেয়েমানুষ।

ইনেজ ওহ্। আমি গণার মধ্যে পাড়ি না, তুমি কি তাই মনে করো? কিন্তু তুমি হলে আমার বাসা থেকে পড়া ছোট্ট পাখির ছানা। তুমি যুগ যুগ ধরে আমার হৃদয়ে আশ্রিত ছিলে, কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারোনি। ভয় পেয়ো না, আমি চিরদিন চোখের পলক না ফেলে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবো। তুমি আমার দৃষ্টিতে সূর্যরশ্মির পথে দুর্গের মতো চিরদিন জীবন্ত থাকবে।

ইস্টেল সুর্যরশ্মি বটে! ওসব বাজে বকো না। ইতিমধ্যেই তুমি ওসব চালাকী করে দেখেছো। তোমার জানা উচিত ওসবে কাজ হবে না।

ইনেজ ইস্টেল, আমার দৃষ্টির আলোক ধারা! আমার রত্ন।

ইস্টেল তোমার রত্ন? অদ্ভুত কথা! তুমি কি মনে করো ওসব ধরনের কথা দিয়ে আমাকে ভুলাতে পারবে? আমি আমার বাচ্চাটির কি গতি করেছিলাম, সেকথা সবাই জানে। রত্ন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি তার পরোয়া করি না। আমি এখন একটা বাজে ডামি। আমার শুধু বাইরের খোলসটাই আছে। আর সেটুকু তোমার জন্যে নয়।

ইনেজ আমার কাছে এসো ইস্টেল, তোমার যা ইচ্ছে তাই হয়ো। দৃষ্টির আলোক ধারা অথবা কাদাস্রোত। আর আমার চোখের গহীনে তুমি তোমার নিজকে যে হিসেবে দেখতে চাও, তাই দেখো।

ইস্টেল আহ্! আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও। তোমার কোনো চোখ নেই। ওহ্ ডেম ইট। তোমার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমি কি কিছু একটা করতে পারি না? মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে (সে ইনেজের মুখে থুথু ছুঁড়ে মারে)। এই তো।

ইনেজ গারসিন, এর মাশুল তোমাকে দিতে হবে (বিরতি। গারসিন তার কাঁধ ঝাঁকায় এবং ইস্টেলের কাছে যায়)

গারসিন তাহলে বুঝলাম, তোমার একজন পুরুষ দরকার। তাই না?

ইস্টেল যে কোন পুরুষ নয়। তোমাকে।

গারসিন ওসব অহমিকা ছাড়ো। যে কোন একটা পুরুষ হলে তোমার চলবে। আমি এখানে আছি। সে জন্যেই তুমি আমাকে চাইছো। ঠিক! (সে ইস্টেলের কাঁধ চেপে ধরে)। শোনো, আমি তোমার মতো এক

কেতার লোক নই। আমি অল্প বয়সের ছোকরা নই, আর ট্যাংগো নাচও নাচি না।

ইস্টেল তুমি যা আছো সেভাবেই তোমাকে আমি নেবো। হয়তো আমি তোমাকে বদলাতে পারবো।

গারসিন তাতে আমার সন্দেহ আছে। এসবে আমার এত খেয়াল নেই। চিন্তা করার আমার আরো কিছু আছে।

ইস্টেল আর কি জিনিস?

গারসিন তাতে তুমি মজা পাবে না।

ইস্টেল আমি তোমার সোফাতে বসে থাকবো। যতক্ষণ তুমি আমার প্রতি মনোযোগ না দেবে ততক্ষণ অপেক্ষা করবো। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি তোমাকে মোটেই বিরক্ত করবো না।

ইনেজ (কর্কশ হাসির সাথে) তাই করো। তুমি যেমনি বিদুঘুটে কুকুরী তেমনি ওকে সোহাগ করতে থাকো, মাটিতে হামাগুড়ি দাও। অবনত হয়ে ওর সেবা-দাসী হও। আর এদিকে তো তারিফ করার মতো একটা চেহারাও লোকটার নেই।

ইস্টেল (গারসিনের প্রতি) এর কথায় কান দিও না। ওর চোখ নেই, কান নেই, ও কিছুই নয়।

গারসিন আমি যা পারি তাই তোমাকে দেব। সেটা অবশ্যই বেশি কিছু নয়। আমি তোমাকে ভালোবাসা দেব না। তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি।

ইস্টেল মোদ্দা কথা, তুমি কি আমাকে চাও?

গারসিন হ্যাঁ।

ইস্টেল আমি ওর বেশি আর কিছুই চাই না।

গারসিন তাহলে… … …(সে তার উপর নুইয়ে পড়ে)।

ইনেজ ইস্টেল! গারসিন! তোমরা কি খেপে গেলে? তোমরা তো একলা নও। আমিও এখানে আছি

গারসিন অবশ্যই, কিন্তু তাতে কি ?

ইনেজ আমার চোখের ওপরে ? তোমরা তা পারো না।

ইস্টেল নয় কেন ? আমি তো আমার মেইডের চোখের সামনেই কাপড় খুলতাম।

ইনেজ (গারসিনের বাহু চেপে ধরে)
ওকে একলা থাকতে দাও। তোমার ঐ নোংরা পুরুষালী হাত দিয়ে ওকে থাবা মেরো না।

গারসিন (কর্কশভাবে ওকে সরিয়ে দিয়ে) সাবধান, আমি কিন্তু ভদ্রলোক নই। মেয়েলোকের গায়ে হাত তুলতে আমার কোন দ্বিধা নেই।

ইনেজ কিন্তু তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি শুধু তোমাকে তোমার কথা রক্ষা করার জন্যে বলছি।

গারসিন আমি কেন কথা রাখবো ? তুমিই তো আমাদের মধ্যেকার চুক্তি প্রথম ভেঙেছিল, মনে নেই ? (ইনেজ ওর দিকে পিছন ফিরিয়ে কামরার শেষপ্রান্তে আশ্রয় নেয়)

ইনেজ বেশ, ভালো। তোমার যা খুশি, তাই করো। আমি দুর্বল পার্টি। দুয়ের বিরুদ্ধে এক। কিন্তু ভুলো না আমি এখানে আছি এবং তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখছি।

গারসিন, তোমাদের দু'জনের উপর থেকে আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছি না। তুমি যখন ওকে চুমু খাবে তখন আমার দৃষ্টি তোমার ভেতর পর্যন্ত চলে যাবে। হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছামতো যা কিছু করো ওকে ভালবাসো, কিন্তু মনে রেখো, আমরা দোজখে আছি এবং আমার পালাও আসবে। (এর পরবর্তী দৃশ্যে সে কথা না বলে ওদের দেখতে থাকবে)

গারসিন (সে ইস্টেলের কাছে ফিরে এসে তার কাঁধ ধরে) তাহলে এখন তোমার অধর আমাকে দাও। (বিরতি। সে ওকে চুমু খাওয়ার জন্যে নুয়ে পড়ে। তারপর হঠাৎ করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।)

ইস্টেল (রাগতভাবে) বাস্তবিকই ? (বিরতি) ওর দিকে কোনো রকম লক্ষ্য না করার জন্যে তোমাকে কি আমি বলিনি ?

গারসিন তুমি ভুল বুঝেছো। (অল্প নীরবতা) ঐ যে গোমেজ। সে আবার প্রেস রুমে ফিরে এসেছে। ওরা জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। ওখানে নিশ্চয়ই এখন শীতের দিন। ছয় মাস হয়ে গেছে আমি ··· হ্যাঁ, ভালো কথা। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। আমি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাই। তাই কি বলিনি ? ওরা শীতে কাঁপছে। ওরা গায়ে কোট চাপিয়েছে। আমি এখন গরমে কাতর আর ওদিকে ওরা অমন শীতে কষ্ট করছে, কি অদ্ভুত! এই সে আমার সম্বন্ধে কথা বলছে।

ইস্টেল এতে কি খুব দেরী হবে ? (অল্প নীরবতা) ঐ লোকটা কি বলছে অন্ততঃ সেটা আমাকে বলো।

গারসিন না, কিছুই না। তোমাকে বলার মতো কিছু নয়, সে একটা শুয়োর, এই হলো কথা। (সে মনোযোগ দিয়ে শোনে) একটা হদ্দ জানোয়ার। (সে ইস্টেলের দিকে ফিরে) যাই, আমরা আমাদের কথায় ফিরে আসি। তুমি কি আমাকে ভালোবাসবে ?

ইস্টেল (হাসি মুখে) আমি বড় আশ্চর্য হচ্ছি।

গারসিন তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করবে ?

ইস্টেল কি অদ্ভুত প্রশ্ন ? ভেবে দেখো, তুমি সব সময় আমার চোখের সামনে থাকবে। তোমাকে নিয়ে ভয় পাওয়ার আমার কিছু নেই।

গারসিন তাতো নিশ্চয়ই, (বিরতি। সে ইস্টেলের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ফেলে) আমি অন্য ধরনের বিশ্বাসের কথা বলছিলাম। (শুনতে থাকে) যাও, বলে যাও, ও রে শুয়োর বলে যা। আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্যে আমি ওখানে নেই। (ইস্টেলের প্রতি) ইস্টেল, তুমি অবশ্যই তোমার ঈমান আমাকে সোপর্দ করবে।

ইস্টেল তুমি একটা নুইসেন্স। আমি তোমাকে আমার মুখ, বাহু, সারা শরীর দিচ্ছি। এবং সব কিছুই এত সহজ তবু। আমার ঈমান! হ্যাঁ, দেওয়ার মতো কোন ঈনান আমার নেই বলে আমার ভয় হচ্ছে। আর এদিকে তুমি আমাকে এজন্যে ভয়ঙ্করভাবে বিব্রত করছ। তোমার বিবেকের মধ্যে এমন কিছু একটা অসুর ঢুকেছে যার জন্যে আমার ঈমানের ব্যাপারটা নিয়ে তুমি একটা হাউকাউ জুড়ে দিয়েছো।

গারসিন তারা আমাকে গুলী করে মেরেছে।

ইস্টেল আমি জানি। কারণ তুমি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিল। বলো দেখি, কেন যুদ্ধ করতে চাওনি ?

গারসিন আমি ? ... ...

অস্বীকার যে করেছি ঠিক তা নয়। (দুরাগত কণ্ঠস্বরে) স্বীকার করতেই হয়, লোকটা বেশ কথা বলতে পারে। সে আমার বিরুদ্ধে সুন্দর একটা কেইস তৈরী করেছে। কিন্তু সে কখনও বলছে না আমার কি করা উচিত ছিল। তাহলে কি আমার উচিত ছিল জেনারেলের কাছে গিয়ে বলা 'জেনারেল আমি যুদ্ধ করতে স্বীকার করছি।' কি বোকার মতো কথা! একথা বললে সাথে সাথে তারা আমাকে লকআপ করতো। কিন্তু আমি যে কি ধরনের মানুষ, আমার সত্যিকারের রূপটা কি তাই তো আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, বুঝেছো ? আমি

নিশ্চুপ হয়ে থাকতে চাইনি। (ইস্টেলের প্রতি) তাই আমি ট্রেনে চড়ে পলাতে গিয়েছিলাম। তারা আমাকে সীমান্ত চৌকিতে ধরে ফেললো।

ইস্টেল কোথায় পালাবার চেষ্টা করেছিলে তুমি ?

গারসিন মেক্সিকোতে। সেখানে গিয়ে একটা শান্তিবাদী কাগজ চালানোর ইচ্ছে ছিল আমার। (স্বল্প নীরবতা) হ্যাঁ, তুমি কথা বলছো না কেন ?

ইস্টেল কি আর বলতে পারি ? তুমি যখন যুদ্ধ করতে চাওনি তখন তুমি ঠিকই করেছ। (গারসিন একটা দাম্ভিক ভঙ্গি করে)

কিন্তু ডার্লিং, তুমি আমার কাছ থেকে কি উত্তর চাও সেটা কি করে আমি ধারণা করতে পারি ?

ইনেজ ধারণা করতে পারো না ? হাঁ, কিন্তু আমি পারি। সে চায় যে তুমি তাকে বলো যে সে সিংহের মতো 'ধেয়ে' গিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, ধেয়ে সে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাতেই তার বিবেক এখন থেকে কুড়ে খাচ্ছে।

গারসিন 'ধেয়ে' 'বেগে' এসব শব্দ নিয়ে আমরা তর্ক করবো না।

ইস্টেল কিন্তু তোমাকে কেটে পড়তে হয়েছিল। তুমি থেকে গেলে তারা তোমাকে জেলে পঠোতো, তাই না ?

গারসিন তাতো নিশ্চই (একটু বিরতি) ইস্টেল, তুমিই বল আমি কি কাপুরুষ ?

ইস্টেল আমি তা কি করে বলতে পারি ? অযৌক্তিক কথা বলো না, ডার্লিং। আমি তোমার চামড়ার ভেতরে নিজেকে পুরতে পারি না। ও ব্যাপারে তোমার নিজেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

গারসিন (ক্লান্তভাবে) আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।

ইস্টেল যা হোক তোমার মনে রাখা উচিত। তুমি যা করেছিলে তার জন্যে নিশ্চয়ই তোমার কারণ ছিল।

গারসিন হ্যাঁ, তা আমার ছিল।

ইস্টেল তাই নাকি ?

গারসিন কিন্তু সেগুলো কি আসল কারণ ছিল ?

ইস্টেল তোমার মনটা কেমন দোমড়ানো। তোমার ঝামেলাটাই সেখানে। এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে নিজেকে নিজে কেমন পেরেশান করছো।

গারসিন আমি সবকিছু ভেবেনিয়েছিলাম আর তাই একটা স্টান্ড নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটাই কি আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল ?

ইনেজ যথার্থ। সেটাই হলো প্রশ্ন। ওটাই কি তোমার আসল উদ্দেশ্য ছিল ? এতে কোন সন্দেহ নেই যে তুমি নিজের সাথে যুক্তিতর্ক করে নিয়েছিলে। ভালমন্দ খুঁটিনাটি সবকিছু যা তুমি করছিলে তার জন্যে উত্তম যুক্তিও তুমি খুঁজে নিয়েছিলে; কিন্তু ভয়, ঘৃণা, আর ঐ সব নোংরা ছোট প্রবৃত্তিগুলো যা লোকে ঢেকে রাখে তাওতো এক ধরনের মতলব। তাহলে এসো মিঃ গারসিন, অন্তত: একবার নিজের সাথে সৎ হওয়ার চেষ্টা করো।

গারসিন তোমার কাছ থেকে একথা শোনার আমার কি দরকার আছে। দিবা রাত্র আমি আমার সেলের জানালা থেকে দরজা, দরজা থেকে জানালা পর্যন্ত পায়চারী করেছি। আমি আমার অন্তরের অভ্যন্তরে তাকিয়ে দেখেছি, একজন গোয়েন্দার মতো পশ্চাৎ ধাবন করেছি। সব কিছুর শেষে আমার মনে হয়েছে যে আমার সারাটাজীবন আমি গভীরভাবে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার জন্যে ব্যয় করেছি। বারেবারেই একটা নিশ্চিন্ত বিষয়ে আমি ফিরে এসেছি, সেটা

হলো আমি সীমান্ত যাবার ট্রেন ধরে চলে গিয়েছিলাম কিন্তু কেন? কেন? কেন? শেষটায় ভেবেছি: আমার মৃত্যুই এব্যাপারে সুরাহা করবে। যদি আমি সাহসের সাথে মৃত্যুকে মোকাবেলা করতে পারি তাহলে নিজের কাছে প্রমাণ করবো যে আমি কাপুরুষই নই।

ইনেজ কিভাবে তুমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলে?

গারসিন শোচনীয়ভাবে। জঘন্যভাবে। (ইনেজ হাসে) ওহ্, এটা ছিল একটা শারীরিক চ্যুতি — যে-কারুর ক্ষেত্রে এটা হতে পারতো, আমি এতে লজ্জিত নই। কেবল সবকিছুই চিরতরে একটা সাসপেন্সের মধ্যে রেখে এসেছি। (ইস্টেলের প্রতি) এখানে এসো, ইস্টেল। আমার দিকে তাকাও। তারা যখন পৃথিবীতে আমার সম্পর্কে কিছু বলছে তখন আমি অনুভব করতে চাই, যে কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।
………… আমি সবুজ চোখ পছন্দ করি।

ইনেজ সবুজ চোখ! শোনো ওর কথা! আর ইস্টেল তুমি কি কাপুরুষদের পছন্দ করো?

ইস্টেল যদি জানতে আমি থোড়াই পরোয়া করি! কাপুরুষ না বীর পুরুষ সব আমার কাছে একই রকম যদি তারা ভাল করে চুমু খেতে পারে।

গারসিন ঐ ওরা বসে আছে। চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে আছে। আর সিগার খাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওরা অর্ধনিদ্রিত। ওরা ভাবছে, গারসিন একজন কাপুরুষ। কিন্তু সেটা অস্পষ্ট স্বপ্নাতুরভাবে। লোকের তো একটা চিন্তা করা চাই। 'ঐ গারসিন ছেলেটা একটা কাপুরুষ ছিল বটে।' আমার ঐসব প্রিয় বন্ধুরা একথাই স্থির করেছে। ছয় মাসের মধ্যে ওরা বলতে শুরু করবে। 'ঐ চোট্টা গারসিনের মতো কাপুরুষ।' তোমরা দু'জন ভাগ্যবতী। পৃথিবীর

কেউ তোমাদের নিয়ে চিন্তা করছে না। কিন্তু আমার মৃত্যু হতে অনেক দেরী হবে।

ইনেজ গারসিন, তোমার স্ত্রীর ব্যাপারখানা কি?

গারসিন ওহ্. তোমাদেরকে বলিনি বুঝি? সে তো মারা গেছে।

ইনেজ মারা গেছে?

গারসিন হ্যাঁ, সে এই মাত্র মারা গেলো। তাও দু'মাস আগে।

ইনেজ শোকে নাকি?

গারসিন তা না হলে আর কিসে সে মারা যেতে পারে? তাহলে দেখো, সব কিছু ভালোর জন্যেই হয়েছে। যুদ্ধও শেষ, স্ত্রীও মৃত। আমিও ইতিহাসে স্হান করে নিয়েছি।

(সে চাপা স্বরে কেঁদে উঠে এবং হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। ইস্টেল তার বাহুতে ধরে)

ইস্টেজ হায়, হতভাগা ডালিং! আমার দিকে তাকাও, তাকাও একটু। (সে তার হাতটি তুলে নেয় এবং তার নিজের কণ্ঠে রাখে) এতো হেলো না, হাতটা ওখানেই রাখো।

(গারসিন একটু অভিমানী ভঙ্গি করে)

না, নড়ো না। ওসব লোক কি ভাবছে তা নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছ। তারা সব একে একে মরে যাবে। ওদেরকে ভুলে যাও। আমি একলাই এখন তোমার কাছে আছি।

গারসিন কিন্তু তারা তো আমাকে ভুলবে না, মোটেই না। ওরা মরবে বটে, কিন্তু ওদের জায়গায় অন্যেরা এসে এ কেস্সা এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি আমার ভাগ্য ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

ইস্টেল তোমাকে নিয়ে ঝামেলা হলো, তুমি বড্ড বেশী ভাবো।

গারসিন এছাড়া এখন আর কি-ই বা করার আছে? আমি এককালে ছিলাম কাজের লোক……… …। আহ্ একদিন হলেও যদি ওদের সাথে আবার গিয়ে মিলতে পারতাম। তাহলে এই মিথ্যার জন্যে ওদের দাঁত উপড়ে ফেলতাম। কিন্তু আমি যে এখানে অন্তরীণ। আমার সম্বন্ধে কোন কিছু না ভেবেই ওরা আমার জীবনের উপর রায় দিয়ে যাচ্ছে। তবু ওরাই ঠিক। আমি যে মরে গেছি। আমি মৃত এবং আমার সব শেষ হয়ে গেছে (হাসি)। ফেলে দেওয়া সংখ্যা। (অল্প বিরতি)।

ইস্টেল (নম্রভাবে) গারসিন।

গারসিন এখনও এখানে? তবে শোন, আমি চাই আমার জন্যে তুমি একটা কাজ করবে। না, কেটে পড়ো না। আমি জানি কথাটা তোমার কাছে একটু আশ্চর্যজনক মনে হবে। জানি, তোমার কাছে কেউ সাহায্য চায়, এতে তুমি অভ্যস্ত নও। কিন্তু যদি একটু চেষ্টা করো, যদি একটু বিশেষভাবে কোশেস করো, তাহলে আমি এটা সাহসের সাথেই বলবো যে আমরা একে অন্যাকে সত্যি ভালবাসতে পারব। ব্যাপারটা ভেবে দেখ একটু। ওদের হাজার জনা বলে যাচ্ছে যে, আমি একটা কাপুরুষ। কিন্তু সংখ্যায় কিবা আসে যায়? যদি একজনও কেউ এসে পরিষ্কার স্থিরকণ্ঠে বলে যে আমি পালিয়ে যাইনি, আমি পালাবার লোক ছিলাম না, বরং ছিলাম সাহসী, পরিচ্ছন্ন এবং ভদ্র, তাহলে বলতে কি, ঐ একজন বিশেষ লোকের বিশ্বাসই আমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। তুমি কি সেই ধরনের বিশেষ ঈমান আমার উপরে আনতে

পারো ? তাহলেই আমি তোমাকে কামনা করবো! ইস্টেল, তুমি কি তা করবে ?

ইস্টেল (হাসতে হাসতে) ওহ্ প্রিয় বোকার হদ্দ পুরুষ। তুমি কি মনে করো, আমি একটা কাপুরুষকে ভালবাসতে পারি ?

গারসিন কিন্তু এইতো এখনই তুমি বললে………

ইস্টেল আমি শুধু তোমাকে নিয়ে তামাশা করছিলাম। আমি পুরুষ পছন্দ করি, বুঝলে মাইডিয়ার, সত্যিকারের মদ্দা পুরুষ। যাদের চামড়া শক্ত, হাতগুলো শক্তিশালী—তেমন পুরুষ। তোমার থুতনি, তোমার মুখ, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার চুল কোনটাই কাপুরুষের নয়। তোমার মুখ, তোমার চুল, তোমার কণ্ঠস্বরের জন্যে আমি তোমাকে ভালবাসি।

গারসিন তুমি কি সত্যিই এটা বলছো ? সত্যি, সত্যি ?

ইস্টেল আমি কি শপথ করে বলবো ?

গারসিন তাহলে যারা এখানে আর ঐ নিচে আছে তাদের উভয় দলকেই আমি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাবো।

ইস্টেল এই দোজখের গহ্বর থেকে আমরা উঠে যাবো।

(ইনেজ কর্কশকণ্ঠে হেসে উঠে, গারসিন কথা বন্ধ করে তার দিকে তাকায়।)

এটা কি হলো ?

ইনেজ (এখনো হাসতে হাসতে)

কিন্তু সে মুখে যা বলছে তার একটা কথাও অন্তরে কি বিশ্বাস করে না। তুমি এত বোকার হদ্দ হলে কি করে ?

'ইস্টেল আমি কি একজন কাপুরুষ' ? যেন মেয়েটা এতে কিছু তোয়াক্কা করে।

ইস্টেল ইনেজ, তোমার এত স্পর্ধা। (গারসিনের প্রতি) ওর কথায় পাত্তা দিও না।

যদি আমার কথায় বিশ্বাস করতে চাও তাহলে উপরে বিশ্বাস ন্যস্ত করতে শুরু করো।

ইনেজ সেটা ঠিক কথা, ঠিক কথা বটে। ঈমান ন্যস্ত করো। সে একটা মরদ চায়। ঐ পর্যন্ত তুমি তাকে বিশ্বাস করো। সে চায় একজন পুরুষের বাহু তার কোমর পেছিয়ে ধরুক। একটা পুরুষের গায়ের গন্ধ কামনামদির উজ্জ্বল চোখে ওর উপর পড়ুক। শুধু ঐটুই সে চায়। এ জন্যে সে তোমাকে বলবে যে তুমি একজন শক্তিমান ভগবান। কেননা তার মতে এটা বললে তুমি খুশী হবে।

গারসিন ইস্টেল, এটা কি সত্যি কথা? উত্তর দাও, একি সত্যি কথা।

ইস্টেল আমি কি বলবো তুমি আর কারো? যে প্রশ্নের মাথামুন্ড সবকিছুই বুঝতে পারি না তার উত্তর দেওয়াটা কি দারুণ পাগলামি তা কি তুমি বুঝো না? (সে তার পা দাবড়ায়) তুমি সব কিছু কেমন কঠিন করে ফেলো ···· যা হোক, আমি বরাবরের মতো তোমাকে ভালোবাসবো, তুমি কাপুরুষ হলেও। তাই কি যথেষ্ট নয়?

(স্বল্প নীরবতা)

গারসিন (উভয় রমণীকে লক্ষ্য করে)
তোমরা উভয়েই আমার মনে ঘৃণার সৃষ্টি করেছো।
(সে দরজার দিকে যায়)

ইস্টেল তুমি কি করতে চাও?

গারসিন আমি চলে যাচ্ছি।

ইনেজ (তাড়াতাড়ি) খুব বেশি দূর যেতে পারবে না, দরজাতো বন্ধ।

গারসিন আমি ওদের নিয়ে দরজা খুলবো। (সে ঘন্টার বোতাম টিপে ধরে, কিন্তু ঘন্টা বাজে না)

ইস্টেল প্লিজ ! প্লিজ !

ইনেজ (ইস্টেলের প্রতি) চিন্তা করো না প্রিয়ে, ঘন্টা বাজবে না।

গারসিন আমি বলছি, ওরা দরজা খুলে দেবে। (সে দরজা পিটাতে থাকে)

আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তোমরা দুজনেই অসহ্য।

(ইস্টেল তার দিকে দৌড়ে যায়, সে ইস্টেলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়)

যাও, চলে যাও। তুমি ওর চেয়েও খারাপ। আমি কিছুতেই তোমার চোখের দৃষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে থাকছি না।

তুমি কোমল ও পিচ্ছিল। ওহ্. (সে পুনরায় দরজায় আঘাত করে)

তুমি অক্টোপাসের মতো, একটা কর্দমাক্ত পুকুরের মতো।

ইস্টেল আমি তোমাকে করজোড়ে মিনতি করছি, আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো, আর কখনও কথা বলবো না। আমি তোমাকে কখনও বিরক্ত করবো না, তবু তুমি যেও না। এই ইনেজ এখন তার থাবার নখর দেখিয়েছে—আমি ওর সাথে কিছুতে একলা থাকার সাহস করি না।

গারসিন নিজের তদারক নিজেই করো। আমি তো তোমাকে কখনও এখানে আসতে বলিনি।

ইস্টেল ওহ্ তুমি কেমন নিচ ! হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা। তুমি আসলেই একজন কাপুরুষ।

ইনেজ ও রে আমার বাসা-থেকে-পড়া ছোট্ট চুড়ুই পাখি, আমি আশা করি এখন তুমি তুষ্ট হয়েছো। ওর মন যোগাতে গিয়ে তুমি আমার মুখে থুথু দিয়েছিলে। আর তার ফলেই অবশ্যই আমরা দু'জন একটু কলহ করেছিলাম। কিন্তু এখনতো ও চলে যাচ্ছে। আর সেটা আমাদের জন্যে চমৎকার একটা নিষ্কৃতি। আমরা দু'জন মেয়েলোক এখানে একচ্ছত্র রাজত্ব চলাবো।

ইস্টেল এতে তোমার কোন লাভ হবে না। যদি দরজাটা খুলে যায় তাহলে আমিও যাবো।

ইনেজ কেন? কোথায় যাবে?

ইস্টেল কোথায়, সেটা আমি মোটেই পরোয়া করি না। তোমার থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। (তারা যখন কথা বলছিল, গারসিন তখন একাধারে দরজা দাবড়িয়ে যাচ্ছিল)

গারসিন দরজা খোলো! দরজা খোলো! তোমাদের নিকুচি করি। তোমাদের যে কোন অত্যাচার আমি সহ্য করবো! গনগনে লাল চিমটা এবং গলিত সীসা, তোমাদের কঠিন সাঁড়াশী আর ফাঁস। তোমাদের যত ভয়ংকর নিপীড়নের অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং যেমন খুশি তেমনভাবে পোড়াতে পারো, চামড়া তুলে ফেলতে পারো, ছিঁড়ে ফেলতে পারো—আমি তোমাদের সব রকম অত্যাচার সহ্য করতে তৈরি আছি। যেখানে খুশি, যেমন খুশি। এই দুঃসহ যন্ত্রণার চেয়ে, এই দুঃশীল প্রবহমান ব্যথা যা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যা আমাকে হাচরপাচর করছে, আদর করছে কিন্তু খুব একটা আঘাত করছে না, তার চেয়ে যে কোন কিছু ভালো (সে দরজার হাতলটা শক্ত করে ধরে জোরে নাড়া দেয়)।

এখন কি তোমরা খুলবে?

(দরজাটা হঠাৎ সাট করে খুলে যায়। সে প্রায় মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল)।

আহ্! (দীর্ঘ নীরবতা)

ইনেজ হ্যাঁ, গারসিন? ···
এখন তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পারো!

গারসিন (চিন্তিতভাবে) কেন হঠাৎ করে দরজাটা খুলে গেল? আমি বড় আশ্চর্যান্বিত।

ইনেজ আর দেখছো কি? তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো।

গারসিন আমি যাচ্ছিনে।

ইনেজ আর ইস্টেল, তুমি? (ইস্টেল নড়ে না, ইনেজ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে) তাহলে কি? এখন কি হবে? আমাদের তিনজনের মধ্যে যাবেটা কে? বাধার দেয়াল সরে গেছে, আমরা এখন কিসের জন্যে অপেক্ষা করছি? কি দারুণ পরিস্থিতি। কে চিৎকার করে উঠলো। আমরা ··· অবিচ্ছেদ্য।
(ইস্টেল পিছন থেকে ওর উপর লাফিয়ে পড়ে)

ইস্টেল অবিচ্ছেদ্য? গারসিন, এসো আমার সাথে যোগ দাও, তাড়াতাড়ি করো! আমরা ওকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবো। তাতেই ওর উচিত শিক্ষা হবে।

ইনেজ (ইস্টেলের সাথে ঘুরতে ঘুরতে)
ইস্টেল। আমি মিনতি করছি, আমাকে থাকতে দাও। আমি যাবো না, যাবো না। এই প্যাসেজের মধ্যে আমি কিছুতেই যাবো না।

গারসিন ওকে ছেড়ে দাও।

ইস্টেল তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। সে তোমাকে ঘৃণা করে।

গারসিন ওর জন্যেই আমি থেকে গেলাম।

(ইস্টেল ইনেজকে ছেড়ে দেয়)

ইনেজ আমার জন্যে? (বিরতি)
ঠিক আছে, দরজা বন্ধ করে দাও। দরজাটা খুলে যাবার পরে কামরার তাপ দশগুন বেড়ে গেছে।

(গারসিন দরজার কাছে যায় এবং সেটা বন্ধ করে দেয়)

আমার জন্যে থেকে গেলে, তাই কি বললে না?

গারসিন হ্যাঁ। তোমার জন্যে। শুধু তুমিই যে কোনভাবেই হোক জানো কাপুরুষ হওয়ার মানে কি।

ইনেজ হ্যাঁ, আমি জানি।

গারসিন আর এও জানো, লজ্জা, ভয় আর দুর্জনতা কি জিনিস। এমন দিন গেছে যখন তুমি নিজের ভিতরে নিজের অন্তরের গহীনে তাকিয়ে দেখছো এবং তা দেখে ভয়ে মূচ্ছিত হয়েছ। তারপরে পরের দিন তুমি জানলে না, এর থেকে কি করবে।
আগের দিনের যে বিভীষিকা দেখেছো তার কোন ব্যাখ্যাও তুমি করতে পারনি। হ্যাঁ, তুমি জানো পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? তাই তুমি তখন বলো, আমি একজন কাপুরুষ। তখন তুমি তোমার অভিজ্ঞতা থেকে জানো এর মানে কি। তাই না?

ইনেজ হ্যাঁ।

গারসিন তাহলে আমার উচিত তোমাকে যুক্তি দিয়ে বশীভূত করা। তুমি কি ভেবেছিলে, আমি চলে যেতাম? না, আমি তোমাকে এখানে একলা রেখে যেতে পারতাম না। তাহলে তুমি আমার পরাজয় নিয়ে নানা চিন্তা করে কত না মজা করতে। সে আমি হতে দিতে চাইনি।

ইনেজ তবে কি সত্যি তুমি আমাকে যুক্তিতে বশ করতে চাও?

গারসিন সেটাই হলো এখন আমার একমাত্র কামনা। ওদের কথা এখন আমি আর শুনতে পাচ্ছি না, বুঝলে। হয়তো ওরা আমার বিষয়ে হিসাব-নিকাশ করে ফেলেছে। চিরদিনের মতো। আমার অস্তিত্বের উপরে দুনিয়ার পর্দা নেমে এসেছে। এখন আর আমার কিছুই অবশিষ্ট নেই। এমনকি ঐ কাপুরুষ নামটাও না। তাহলে ইনেজ, আমরা এখন একাকী। এখন শুধু তোমরা দু'জনেই আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে পারো। ওকে গণায় না ধরলেও চলে। তুমি হলে আসল, তুমি আমাকে ঘৃণা করো। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো তাহলে আমি বেঁচে যাই।

ইনেজ সেটা খুব সহজ নয়। আমার দিকে তাকাও। আমি বড় কঠিন রমণী।

গারসিন তোমার যতটা সময় প্রয়োজন তা আমি দেবো।

ইনেজ হ্যাঁ, আমাদের হাতে এখন মেলা সময়।

গারসিন (ওর কাঁধে দু'হাত তুলে দিয়ে)

শোন, প্রতিটি মানুষেরই জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। একটা প্রধান উদ্দেশ্য, তাই কি নয়? ভালো কথা, আমি ধনসম্পদ অথবা ভালোবাসার কোন তোয়াক্কা কোনদিন করিনি। আমি চেয়েছিলাম সত্যিকারের মানুষ হতে। লোকে যাকে বলে শক্ত মানুষ। আমি ঐ এক ঘোড়ার ওপর সারাজীবন বাজী রেখে দিলাম ……

জীবনের প্রতিটি বাঁকে যে স্বেচ্ছায় বিপদের ঝুঁকি কাঁধে নেয় সে কি কোনক্রমেই কাপুরুষ হতে পারে?

বিশেষ একটা কাজ দিয়েই সারা জীবন বিচার করা যায়?

ইনেজ নয় কেন? জীবনের তিরিশ বছর তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে যে তুমি একজন বীরপুরুষ। আর এ ভেবে

তোমার হাজারটা ছোটখাট একটি বিচ্যুতি তুমি ক্ষমা করেছিল। কারণ বীরের কোন অন্যায় নেই। স্পষ্টতঃই খুব সহজ পন্থা।

তারপর এমন একদিন এলো যখন তোমার সাত্যি-কারের পরীক্ষা শুরু হলো।

যখন বিপদের লালবাতি জ্বলে উঠলো, তুমি তখন মেক্সিকোর ট্রেন ধরলে।

গারসিন তুমি বলছো, 'আমি স্বপ্প দেখেছিলাম'। এটা কোন স্বপ্ন ছিল না। আমি সবচেয়ে কঠিন পথ বুঝে শুনেই বেছে নিয়েছিলাম। একটা লোক নিজে যা হতে চায় সে তাই।

ইনেজ সেটা প্রমাণ করো। প্রমাণ করো যে সেটা কোন স্বপ্ন নয়। একটা লোক যা করে সেটা দিয়েই তাকে বুঝা যায় সে কি ধাতুর তৈরী।

অন্য কিছু দিয়ে নয়।

গারসিন আমি খুব তাড়াতাড়ি মারা গিয়েছিলাম। আমাকে আমার কাজগুলো ওরা শেষ করতে দিল না।

ইনেজ মানুষ খুব তাড়াতাড়ি অথবা হয় দেরীতে মরে, এটা ঠিক। কিন্তু তবু তখনই মানুষের সারাটা জীবন সমাপ্ত হয়ে যায়। কেননা জীবনের ওপরে মৃত্যু পুর্ণ যবনিকা টেনে দেয়। তখন পুর্ণ আলোচনা সম্ভব হয়। তুমি হলে তোমার জীবন আর অন্য কিছু নয়।

গারসিন তুমি কি বিষাক্ত এক রমণী! তোমার কাছে সব কথারই উত্তর আছে।

ইনেজ তাহলেই বুঝো? উদ্যম হারিও না। আমাকে বুঝানো খুব একটা কঠিন কিছু নয়। কোমর বেঁধে দাঁড়াও। কিছু ভাল যুক্তি খুঁজে নাও। তুমি না পুরুষ।

(গারসিন তার কাঁধ ঝাকায়)

আহ্, তখনই বলেছিলাম যে তুমি বড় নড়বড়ে। এখন তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আর সেটা কি দামে। তুমি একজন কাপুরুষ, গারসিন, আর আমি তাই চাই। আমি এটা চাই। শুনতে পাচ্ছো ? আমি এটা চাই। আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমি কত দুর্বল যেন বাতাসে এক ফোঁটা নিঃশ্বাস, একটা দৃষ্টি তোমার দিকে চেয়ে আছে। একটা কায়াহীন চিন্তা তোমাকে নিয়ে চিন্তা করছে।

(সে তার দিকে হেঁটে যায়, নিজের হাত খুলে ধরে)

আহ্ ; এইতো এই বড় হাত দুটি খোলা। এই কর্কশ পুরুষালী হাত দু'টি ; কিন্তু তুমি কি করতে আশা করো ? তুমি তো হাত দিয়ে চিন্তার গলাটিপে ধরতে পারো না। তাহলে তোমার আর কোন উপায় নেই। আমাকে যুক্তি দিয়ে তোমার বশ করাতেই হবে। তুমি এখন আমার দয়ার উপর আছো।

ইস্টেল গারসিন ?

গারসিন কি ?

ইস্টেল প্রতিহিংসা গ্রহণ করো ?

গারসিন কিভাবে ?

ইস্টেল ডার্লিং, আমাকে চুমু দাও, তাহলে ওর আর্তনাদ শুনতে পাবে।

গারসিন এটা ঠিক, ইনেজ। আমি তোমার দয়ার উপরে আছি। কিন্তু তুমিও আমার দয়াতে আছ।

(সে ইস্টেলের উপর ঝুঁকে পড়ে, ইনেজ একটু ছোট্ট মতো চিৎকার করে উঠে)

ইনেজ ওহ্, তুমি একটা কাপুরুষ, দুর্বল চরিত্র, নিজের সান্ত্বনার জন্যে মেয়েদের কাছে দৌড়ে যাও।

ইস্টেল ঠিক বলেছ ইনেজ। তুমি আর্তনাদ করতে থাক।

ইনেজ তোমাদের দু'জনকে কি সুন্দর যুগলই না দেখায়। যদি তুমি দেখতে তার বিরাট হাতের থাবা কিভাবে তোমার পিঠে বুলিয়ে যাচ্ছে। কিভাবে তোমার রেশমের মতো চামড়াকে কুকড়ে দিচ্ছে। কিন্তু হুশিয়ার! সে ঘামাচ্ছে। তার হাত তোমার পোশাকে নীল চিহ্ন রেখে দেবে।

ইস্টেল চিৎকার করো, কাঁদো, ইনেজ, চিৎকার দিয়ে কাঁদো। ডালিং আমাকে শক্ত করে বুকে চেপে আদর করো; আরও কষে ধরো, আরও, ওতেই ও শেষ হয়ে যাবে, আর সেটা হবে চমৎকার কাজ।

ইনেজ হ্যাঁ, গারসিন, ও ঠিকই বলেছে। তোমাদের দুটি দেহ একটি আরেকটিতে গলে·মিশে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ওকে কষে আলিঙ্গন করতে থাক। একতাল উষ্ণ স্পন্দনশীল মাংস ····· ভালোবাসার পরম সান্ত্বনা, তাই না, বন্ধু? নিদ্রার মতো গভীর এবং কালো। কিন্তু আমি দেখবো যাতে তোমরা ঘুমাতে না পারো।

(গারসিন সামান্য নড়াচড়া করে)

ইস্টেল ওর কথায় কান দিও না। আমার ঠোঁটে তোমার ঠোঁট চেপে ধরো। ওহ, আমি তোমার, তোমার, তোমারই হে প্রিয়।

ইনেজ ভাল কথা, তাহলে আর দেখছো কি? ও যা বলেছে, তাই করো। কী চমৎকার দৃশ্য ঃ কাপুরুষ গারসিন শিশু-হন্তা ইস্টেলকে তার পুরুষালী বাহুতে টেনে নিয়েছে। তোমরা সবাই এখন বাজী ধর। কাপুরুষ গারসিন কি মহিলাকে চুমু খাবে অথবা সে সাহস তার হবে না? কি বাজী ধরবে? আমি তোমাদের দিকে নজর রাখছি, সবাই তোমাদের দেখছে। আমি একলাই এক জনতা। জনতার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছ কি?

তাদের নিম্নস্বরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ, গারসিন ? তারা নিম্নস্বরে আপন মনে আওড়াচ্ছে, 'কাপুরুষ। কাপুরুষ। কাপুরুষ। কাপুরুষ।'—একথাই তারা বলছে।……পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, আমি তোমাকে কোনমতেই ছাড়বো না। ওর ওই তামাশাভরা ঠোঁট থেকে তুমি কি পাবার আশা করো ? বিস্মৃতি ? কিন্তু আমি তো তোমাকে ভুলবো না, কিছুতেই না। 'তোমাকে আমি বশীভূত করবোই।' তাহলে আমার কাছে এসো, আমি যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। এক্ষনি চলে এসো দেখো সে কেমন বাধ্য…যেন মনিবিনীর কথায় সাড়া দিতে অভ্যস্ত সুশিক্ষিত কুকুর। তুমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, কোন দিনই না।

গারসিন কখনো কি রাত্রি নামবে না ?

ইনেজ না, কখনো না।

গারসিন তুমি সবসময়ই কি আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে ?

ইনেজ হ্যাঁ, সবসময়।

(গারসিন ইস্টেলের কাছ থেকে সরে এসে কামরার অন্যদিকে কয়েক পা এগোয়। সে ব্রোঞ্জের অলঙ্কারটার নিকটে যায়)

গারসিন এই ব্রোঞ্জটা। (চিন্তিতভাবে সেটাকে ঠুকে) হ্যাঁ, এটাই হলো সে সময়, আমি ম্যান্টেলপিসে এই জিনিসটার দিকে তাকিয়ে দেখছি বুঝতে পারছি যে আমি জাহান্নামে আছি। তোমাকে বলছি, এখানকার সবকিছুই পরিকল্পিত। ওরা জানে আমি ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে এই ব্রোঞ্জের জিনিসটা আঙুল দিয়ে ঠুকবো।

আর তখন তোমরা ক্ষুধার্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। যেন চোখ দিয়েই গিলে ফেলছো। (সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়) কি ? মাত্র তোমরা দুজন ?

আমি ভেবেছিলাম, আরো ক'জন, অনেক জন। (হাসে) এই তাহলে দোজখ। আমি কখনো এ বিশ্বাস করতে পারতাম না। তোমাদের মনে আছে, আমাদেরকো কেবল বলা হতো যে নীপড়নের কামরা আগুন আর কঠিন পাথার, গলিত লাভা এই হলো নরক। বুড়ী মেয়েদের গল্প। লাল গনগনে অগ্নিশলাকার কোন প্রয়োজন নেই। অন্য মানুষই হলে ...দোজখ।

ইস্টেল ......ও আমার ডার্লিং, প্লিজ ;......

গারসিন (তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে) না, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। ইনেজ আমাদের দু'জনের মধ্যে বেড়া। ও তাকিয়ে থাকলে আমি তোমার সাথে প্রেম করতে পারি না।

ইস্টেল ঠিক কথা। তাহলে ওর এই নজর দেওয়াটা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি ।

(সে টেবিল থেকে কাগজ-কাটা ছুরিটা তুলে নেয় এবং ইনেজের দিকে ধেয়ে যায়। ইনেজকে ছুরি দিয়ে কয়েকবার আঘাত করে)

ইনেজ (ধস্তাধস্তি করে ও হাসে) ঃ কিন্তু এই উম্মাদ, হতভাগী কোথাকার !

তুমি কি করছো খেয়াল আছে ? তুমি বেশ ভালো করে জানো যে আমি মৃত।

ইস্টেল মৃত !

(তার হাত থেকে ছুরি পড়ে যায়। বিরতি। ইনেজ ছুরিটা কুড়িয়ে নেয় এবং দুঃখের সাথে নিজের গায়ে সেটা দিয়ে পাড় মারে)

ইনেজ মৃত ; মৃত ; মৃত ; ছুরি, বিষ, দড়ি সবই এখন বৃথা। ইতিমধ্যেই এসব ঘটে গেছে, বুঝেছো ? চিরদিনের মতো। তাই এখানে আমরা চিরদিনের মতো থাকছি। (হাসে)

ইস্টেল (এক দমকা হাসির সাথে) চিরতরে। ওহ্, খোদা, কি অদ্ভুত কথা। চিরতরে।

গারসিন (মেয়ে দু'টির দিকে তাকায় এবং তাদের হাসিতে যোগ দেয়) চির তরে, অনন্তকাল, অনন্তকাল ধরে।

(তারা যার যার সোফায় এলিয়ে পড়ে। একটা দীর্ঘ নীরবতা। ধীরে ধীরে তাদের হাসি মিলিয়ে যায় এবং ওরা একে অপরের দিকে তাকায়।

গারসিন হ্যাঁ, ভালো, ভালো, চলো আমরা অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিই।

শুভ নববর্ষ - ১৩৯৩
শুভেচ্ছান্তেঃ - ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

একুশ আমাদের পরিচয়